খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

দোল যাত্রা

- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব
- প্রকৃতি ও নারী
- লাগল যে দোল
- ভূস্বর্গ কাশ্মীর ঘুরে এলাম

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS, MD
SENIOR CONSULTANT
GYNAECOLOGIST

DR. VINAYAK DAS, MS
LAPAROSCOPIC SURGEON &
FETAL MEDICINE SPECIALIST

Prof. BENU GOPAL DAS
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

SENIOR CONSULTANT

Dr. H. N. AGARWALA, MD, SENIOR CONSULTANT GYNAECOLOGIST
Dr. P. B. ROY, MBBS, TRAINED IN LAPAROSCOPIC SURGERY
PROF. DR. HAFIZUR RAHMAN, DNB, DGO, FICOG

CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME

Dr. SAILESH ROY, MS
Senior Gynaecologist
Laparoscopic & Onco Surgeon
Dr. Suparna Roy, MD
Dr. Vineeta Gupta, MD
Dr. Mallika Mukherjee, DGO
Dr. J. K. Jha, DGO, Senior Gynaecologist

NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS

Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

LAPAROSCOPIC SURGEONS

Dr. SAILAJA GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

EMERGENCY & BOOKING

RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF ABNORMALITY OF FOETUS BY
Dr. VINAYAK DAS

OUR SERVICES :

- Gynaecology
- Delivery
- General Surgery
- Laparoscopy Surgery
- Orthopaedic
- Advance Neonatal Care
- Level III NICU
- Pediatric
- High-tech USG
- Fetal Medicine
- Genetic Testing
- Pathological Laboratory
- Pharmacy
- Newborn & Child Vaccination

OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY
FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

ইংলিশ, বাংলা ও হিন্দি তিনটি ভাষায় শিক্ষা নেওয়া যাবে।
থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সামনেই রয়েছে।
এই পার্লারের জন্য বিউটিফিকেশনের ভালো সব কাজ জানা মহিলা চাই।
যোগাযোগ ঃ **8509829606**

UTTOR KANYA GOURI CHOUDHURY.
PANCHAYET ROAD
SIVMANDIR BIVEKANANDO SARANI. KADAMTALA, DARJEELING.

LABANNYA EDUCATION

FULL COURSE
BEAUTY TRAINING
GOVT. REGD
HD MAKEUP &
NON HD MAKEUP COURSE
MOB.
8509829606/6296246259

LABANNYA BEAUTIFICATION PARLOUR.

SIVMANDIR. PANCHAYET ROAD.
VIBEKANANDO SARANI. 8509829606 .
GOVERNMENT REGISTRATION.
FULL COURSE---3 MONTHS.
ENGLISH, HINDI, BENGALI VERSION.
FOODING AND LODGING HERE.

Raiganj Ramchandra Academy of Cultural Education and Health Improvement Society, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, WB, India, Reg no SO 73000

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

ECA Award 2023

EXTRAORDINARY CHARACTER

PROUDLY PRESENTED TO Goury Choudhury

This is to certify that Smt.Goury Choudhury of Shiv Mandir road Shiliguri has been selected as an EXTRAORDINARY CHARACTER from the point of view of RRACE &HIS for her great activities on Cosmetology as well as working on social ground .We are proud to give her this honour.

We wish for her smooth healthy life.

With best wishes - All the Members

RAIGANJ RAMCHANDRA ACADEMY OF CULTURAL EDUCATION AND HEALTH IMPROVEMENT SOCIETY.

Kamal Jha — President
Snehalata Mondal — Secretary
Mousumi Soma Jha — Joint Secretary
SIGNATURE
Biplab Kumar Mondal — Vice President

Goury Choudhury
EXTRAORDINARY CHARECTER

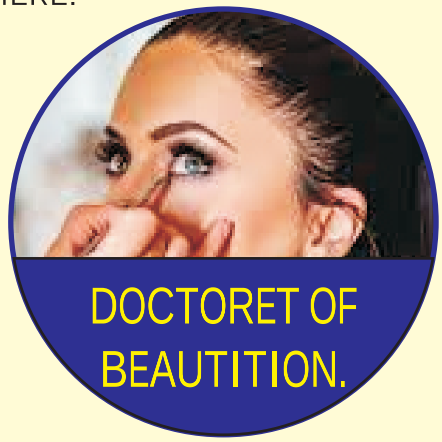

TERAI NURSING INSTITUTE
TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

Wishing You a Happy & Healthy HOLI

With best compliments from...

THALAMUS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

STATE-OF-THE-ART MULTI SPECIALITY HOSPITAL IN SILIGURI

OUR SERVICES

24x7 EMERGENCY
24x7 PHARMACY
24x7 CRITICAL CARE UNIT
24x7 MRI
24x7 X-RAY
24x7 CT
24x7 LAB
USG
ECHO
ECG
CARDIAC CARE
DIALYSIS
PRIVATE & SEMI PRIVATE CABINS
CATHLAB
ROBOTIC NEUROSURGERY
MODULAR OT
REHABILITION UNIT

OUR SPECIALITIES

- NEUROSURGERY
- NEUROLOGY
- PSYCHIATRY
- INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
- NEPHROLOGY
- GASENTROLOGY
- ORTHOPAEDIC SURGERY
- ENDOCRINOLOGY
- PULMONOLOGY
- PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY
- GENERAL AND LAPARSCOPIC SURGERY
- ENT, HEAD AND NECK SURGERY
- GENERAL MEDICINE
- MAXILLO-FACIAL SURGERY
- EMERGENCY AND TRAUMA CARE
- CRITICAL CARE
- ANAESTHESIOLOGY
- RADIOLOGY

Thalamus
Institute of Medical Sciences

03561-354100

wecare@thalamushospital.com www.thalamushospital.com

West Dhantala, Near Battalion More, Fulbari, Siliguri - 734015

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-8
1st March-31st March 2024 DOL YATRA
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৮ দোল যাত্রা ০৪ই চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
মার্চ ২০২৪ দোল যাত্রা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.................................০৩
দোলযাত্রা.........................ধনঞ্জয় পাল.................................০৭
প্রকৃতি ও নারী.........................কবিতা বনিক.........................১৪
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব.........................অনিল সাহা......১৫
দোল মানে প্রেমের উৎসব.........................পূজা মোক্তার..........১৬
সকলকে দোল যাত্রার শুভেচ্ছা স্বর্ণালি বুটিকের...লাভলি দেব....১৭
লাগল যে দোল.........................রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.............১৮
ভালোবাসার উৎসব এই দোল..........অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়......১৯
সকলকে উদ্ধার করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
হরিনাম দিয়েছিলেন..........অখিলাত্মাপ্রিয় দাস.........................২০
আবীর হচ্ছে ভগবান এবং গুরুজনদের
চরণে অর্পণ করা.........................ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ....২১
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হলো রঙের উৎসব...ডাঃ জি বি দাস.........২৪
দোল নব বসন্তের আমন্ত্রণ লিপি...পাঞ্চালি চক্রবর্তী..................২৫
ভূস্বর্গ কাশ্মীর ঘুরে এলাম, জন্মজন্মান্তেরও
ভুলবো না.............নির্মল কুমার পাল...৩০

:: কবিতা ::

বসন্ত সঙ্গীত.........................নির্মলেন্দু দাস.........................০৫
বসন্ত আসে.........................মুকুল দাস.................................০৫
রঙিন বসন্ত.........................গোপা দাস.................................০৫
বসন্ত উৎসবে.........................তন্ময় ঘোষ.............................০৬
বসন্ত.........................রিয়া মুখার্জী..০৬

:: প্রতিবেদন ::

কেও কৃষ্ণ, কেও রাধা কেওবা সুদামার চরিত্রে অভিনয় করে
পুরষ্কার জিতে নিলো...০৮
অর্থ রোজগার করে সেই অর্থ কেন সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন....১০
যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কেন রাজা হতে পারেন নি,
শান্তি কিভাবে পাবেন...১২
খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা ২০২৪...ভক্তিবেদান্ত শ্রীমাধব অনুরাজ..১৩
পুণ্য কর্ম করলে কেন তা বলতে নেই..১৩
শরীরে অনেক ব্যথা তবুও হাসিমুখেই সময় পার করছেন গৌরিদেবী...১৭
এই নির্ভেজাল বাগানের প্রেমে পড়লে আপনার মন
সেই প্রেমেই মজে থাকবে...১৮
যারা অর্থের সৎ ব্যবহার করেন তাদের আরও অর্থ প্রাপ্তি ঘটে.....১৯
দোল খেলার সময় সাবধানে থাকুন, সংবর্ধিত ডাঃ বিনায়ক দাস..........২৬
খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা অভিজিৎ দাসকে.....................................২৭
ব্যতিক্রমী নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা.............২৭
উত্তরপূর্ব ভারতের চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন ইতিহাস..............২৮
তরাই বি এড কলেজে দোল উৎসব..২৯
সামাজিক কাজ করে চলেছেন কৈলাশ শর্মা, সংবর্ধনা................৩০

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

"রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও যাওগো এবার যাবার আগে/ তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে, / তোমার তরুণ হাসির অরুন রাগে, /অশ্রুজলের করুন রাগে---/ মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে/বিশ্ব নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,/ তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও/ যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে/কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে। "--বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

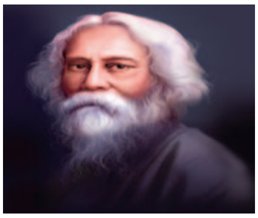

সম্পাদকীয়

রঙের উৎসব

সকলকে দোল যাত্রার শুভেচ্ছা। আমাদের যতগুলো উৎসব জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারমধ্যে অন্যতম হলো রঙের উৎসব। এই উৎসবের যেমন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে তেমনই এই উৎসব আমাদের প্রকৃতি প্রেম বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই উৎসব মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধন জোরদার করে।

আমাদের দেশ বহু ভাষা বহু জাতির দেশ। এই দেশে সবাই মিলেমিশে বসবাস করেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো এই দেশের মূল সুর। আমাদের মূল পরিচয় হলো আমরা ভারতবাসী, আমরা সকলে মানুষ। মানুষে মানুষে ঐক্য বা প্রেমের বন্ধনই হলো দোল উৎসবের মূল কথা। সেই সুর বা সম্প্রীতির সুর আরও জোরদোর হোক এটাই থাকলো এই সময়ে প্রার্থনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --১৩)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয় ’। মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভুত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম যে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায় । কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হোয় যায়গা।’কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

কয়েকদিন পরেই অ্যানুয়াল রেজাল্ট, স্কুল হাফ ডে ছিল।সেদিন আমার প্র্যাকটিস আমার শরীরের শেষ সীমা অতিক্রম করে যায়, ফলতঃ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মাস্টারের স্ত্রীর কোলে মাথাটি রয়েছে উনি আমার শুশ্রুষা করছেন। মাস্টার খুব যত্ন করে আমাকে সোনাদাদুর বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেলেন এবং কিছু নির্দেশও দিয়ে গিয়েছিলেন।জ্বরে আমার তখন বেহুঁশ অবস্থা।

মাকে খবর দেওয়া হলো মা বেশ কিছুক্ষন আমার পাশে বসেছিলেন কিন্তু আমাকে স্পর্শ করেনি। যাওয়ার সময় খুব কঠিন স্বরে বলে গেলেন, ওর জ্ঞান ফিরলে আমাকে খবর দেবেন। কিন্তু ওকে পাঠাবেন না। মায়ের এমন কঠিন মূর্তি আগে কেউ দেখেনি, দাদু পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না। অনুরাধা আমাকে সব বললেন, ভয় পাস না ফুলদি সব ঠিক

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

হয়ে যাবে। আমার খুব ভয় হচ্ছিল এটা যেমন ঠিক তেমনই ভেতরে আমি খুব কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমি কোন অন্যায় করিনি। বুনিকে আমি খুব ছোট বেলা থেকে ভালবাসি এটা সবাই জানে। তিন দিন পর সোনা দাদু মাকে আসতে বললেন। সন্ধ্যার সময় আমার বিছানা ঘিরে দাদু, অনু, চাচাজী, বাবা এবং মা বসে, মা খুব শান্ত অথচ কঠিনভাবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুই মঙ্গলাদিকে এবং তোর অনুকেও বলেছিস বুনিকে ছেড়ে থাকতে পারবি না, এমনকি বাঁচতেও পারবি না। অর্থাৎ তোর জিবনে বুনি ছাড়া আর কেউ নেই। মা যখন একথাগুলো বলছিলেন ঘরের পরিবেশটা একেবারে থমথমে হয়ে গিয়েছিল এই মানে কেউ চিনতে পারছিল না। মা বললেন তাহলে তোর জীবনে তোর মায়ের কোন প্রয়োজন নেই, এখন তোর মায়ের কোনো প্রয়োজন নেই, এখন তোর মা যদি হারিয়ে যায় তোর কোন কষ্ট হবে না তাইতো। আমি এতক্ষন ঠিক ছিলাম কিন্তু মার শেষ কথাটি শুনে আমি শিউরে উঠলাম, বুঝলাম বুনিকে যতই ভালবাসি না কেন-- মাকে ছাড়া আমি সত্যি বাঁচবো না কারন মা আমার কাছে সব। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না , আমি প্রমিস করছি তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। শুধু তুমি চলে যাওয়ার কথা বলো না। মা বললেন পুরুষ মানুষের মতো উঠে দাঁড়া । জীবনে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তোর পাশে অনুর মতো বন্ধু রয়েছে, ওর তোর প্রতি যে ভালবাসা তার কোন মূল্য নেই তোর কাছে? এই কথাগুলোর মধ্যে যে আমার ভবিষ্যৎ এর বীজ বপন হয়েছিল--তা বুঝার ম্যাচিউরিটি তখনো হয়নি। পরবর্তী একটি ঘটনায় আমি এক লাফে অনেক বড় হয়েগেলাম। মা বললেন ঠিক আছে কটা দিন এখানে থাক রেস্ট না তারপর বাড়ি চলে আসিস। কোন কিছু ফেলে রাখা আমার স্বভাবে নেই। আমি লাফ মেরে বিছানা থেকে নেমে , মায়ের হাত ধরে বললাম আমি ঠিক হয়ে গেছি বাড়ি চলো মা, খুব খিদে পেয়েছে। মা চোখ মুছে আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বললেন--চল বাড়ি যাই তাহলে। অন্যান্য সবাই খুব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আর কিছুদিন পর আমার স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে যাবে। আমি আগে থেকেই বাড়িতে বলে রেখেছিলাম জে এন ইউতে পড়বো। আমাদের স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ে ওখানে পড়ছে। (ক্রমশ)

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সকলের প্রতি আবেদন--
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।
দেশকে ভালোবাসুন, সামাজিক কাজ করুন।
তবে নিজে ভালো থাকবেন, অন্যরাও ভালো থাকবে।

কমল কুমার দেব

অবসরপ্রাপ্ত সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার
পূর্ত দপ্তর,
কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি।

বসন্ত সঙ্গীত

নির্মলেন্দু দাস
(কবি চন্দ্রচূড়-- হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

পুস্প তার সৌরভের জন্য প্রাণ
পেয়েছে,
অতি যা সত্য তাকে গ্রহন করে
কালজয়ী হয়েছে।
আমি পেয়েছি তার অনুপ্রেরণা
আর ভালোবাসার গান।
ভালোবাসার গান মরমী গান
আমার প্রেমিকার গান
বৃন্ত থেকে খসে পড়া নক্ষত্রের গান
চিকন বিনুনির গান
গান শুধু গান
বসন্ত বিজয়ের গান।
ওগো আমার পুস্পের সৌরভ
প্রেমিকার অঙ্গন লাজুক
বসন
ওগো আমার সুন্দরী
আমার গৌরবের কাঞ্চন বসন্ত পবন
আমার ভালোবাসার গান
গান শুধু গান
বসন্ত মঞ্জরীর গান।

ওগো আমার চঞ্চল প্রাণ
আমার প্রেরণার তৃষিত ত্রাণ
ওগো আমার মাধুরী, আমার
সহচরী
আমার হৃদয়ের গান
সবুজ বনানীর গান।
গান শুধু গান
বসন্ত গৌরবের গান।

বসন্ত আসে

মুকুল দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি, বয়স--৯৯)

শীত গেল চলে গাছের পাতা ফেলে
কচি পাতা নিয়ে বসন্ত এলো বলে।
শীত নয়, গ্রীষ্ম নয়, বসন্ত মনোরম
কোকিলেরা হু হু রবে করে
গুঞ্জরণ।
স্নিগ্ধ সমীরণ মন প্রাণ যায় জুরায়ে
চলে পথচারী পথ মাঝে ধুলা উড়ায়ে।
পলাশ শিমুল কৃষ্ণচুড়া অপরুপ সাজে
প্রকৃতির কোলে দোলে আকাশের
মাঝে।
আম্রবনে মৌমাছি মুকুলের মেলায়
মধু খায় যায় চলে অন্য ঠিকানায়।
মা আমার বাসন্তী আসে এই ঘরে
দোল খেলে রং মাখে আপন করে।
ঋতুরাজ বসন্ত এমনি করে আসে
বছরের শেষে আমাদের কাছে।

রঙিন বসন্ত

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দর পাড়া, শিলিগুড়ি)

বসন্তের আগমনে পাখিরা
করিছে খেলা
তরু শাখা ধুলার পরে, করুণ
অবহেলা।
আবির রাঙা পলাশ বনে বহে
খুশির হাওয়া
তারি মাঝে মাদল বাজে নৃত্য
নতুন খেলা।
আবির রঙে রাঙ্গা সবাই খেলে
হোলির দিনে
কে-বা পুরুষ কে-বা নারী
খেলে একসনে।
সূর্য আবার খেলা করে মেঘের
আড়াল থেকে
গরজে গগনে বাজ পড়ে
ঝড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

বসন্ত উৎসবে

তন্ময় ঘোষ

(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

আজি উৎসবে গানে-গানে,

সাজে, রাজপথ নানা রঙে,

পুষ্পিত সৌরভে,

আজি বসন্ত উৎসবে।।

লাল-নীল রাঙা জলে,

উৎসবে খেলা চলে,

আনন্দে মাতি সবে

বসন্ত উৎসবে।।

আজি, দলা-দলি সব ভুলে,

এসো সবে দোর খুলে,

মোরা নাচি, গাই এই ভবে,

বসন্ত উৎসবে।।

শৈশবের স্মৃতি নিয়ে,

গান ধরি আয় সবে,

রাঙা দ্বীপ দেই জ্বেলে,

বসন্ত উৎসবে।।

আজ ভুলে সব দ্বন্দ্ব,

ছড়িয়ে প্রীতির সুগন্ধ,

আঁধার মুছে যাবে,

বসন্ত উৎসবে।।

শিমুল-পলাশ বনে,

বসন্তের দোলা লাগে,

কোকিলেরা সুর বাঁধে,

বসন্ত উৎসবে।

বসন্ত

রিয়া মুখার্জী

(লেখিকা, শিলিগুড়ি)

পুরনো পত্র ঝরিয়া হয়
নতুন পত্রের আগমন,
বসন্তের এই হ্যানো রুপ
উপভোগ করিতে পারে কয়জন,
কর্মের চাপে সবার ওষ্ঠাগত প্রাণ,
ভুলে গেছে সকলে নিতে বসন্তের ঘ্রাণ,
নতুন পুস্পের হয় আগমন তাঁরা বৃথাই ঝরে পড়ে,
সেই দৃশ্য উপভোগ করার সময় নেই কারো তরে,
সকলেই ব্যস্ত আমরা ধরেছে যে আমাদের সফলতার রোগ,
দু-দন্ড বিশ্রাম করার হয়ে ওঠে না সুযোগ,
ব্যস্ততার মাঝে আমরা ভুলিয়াছে সবকিছু,
মানসিক শান্তি রে লইয়া আমরা সকলেই বিব্রত,
আশা করি উপভোগ করিবে সেই মনোরম দৃশ্য,
প্রতিটি ঋতুর রুপ ফুটে উঠিবে আবার,
বসন্তের নেশা লাগিবে সবার।

With Best Compliments From :-

CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

দোলযাত্রা

ধনঞ্জয় পাল

(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা পালন করা হয়। একে দোল-পূর্ণিমা ও বসন্ত উৎসবও বলা হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে দোল উৎসব মহা ধুমধামে পালন করা হয়। উত্তর ভারতে দোলযাত্রাকে হোলি বলা হয়।

ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়রা এই রঙ্গীন উৎসবে অংশগ্রহন করে থাকেন।

এই উৎসবে সমবয়সীরা একে অপরের মুখমন্ডলে ও মাথায় রং মাখিয়ে দেয়। ছোটোরা বড়োদের পায়ে আবির দেয়। বড়োরা ছোটদের কপালে টিকা পরিয়ে দেয় । আবির বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে যেমন -- গোলাপী, লাল, হলুদ,সবুজ ইত্যাদি। দোলযাত্রায় প্রথম দিন শুকনো রং খেলা হয়ে থাকে। এই খেলা সাধারণত রাস্তায় বেরিয়ে দল বেঁধে খেলা হয়ে থাকে। সেই দল কখনো কখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিবেশীদের, বন্ধুবান্ধবদের, আত্মীয়দের রং দিয়ে রাঙিয়ে দেয় এবং যে বাড়িতে তারা রং দিতে যায় সেই বাড়ির লোকেরা ওই দলকে মিস্টি মুখ করায়। পরদিন জলংও ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে অপর ব্যক্তির শরীরে-মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয় অথবা অপর ব্যক্তির প্রতি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। রঙ্গীন জল অপর ব্যক্তিকে ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য পিচকারি ব্যবহার করা হয়। আজকাল শিশুরা জল-বেলুনও ব্যবহার করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব চালু করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে দোলযাত্রা বসন্ত উৎসব নামে পরিচিত। এই বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে প্রচুর পর্যটক সমাগম হয়। দোল- পূর্ণিমার আগের রাতে এবং দোলে দিন সকালে ও সন্ধ্যায় নাচ-গানের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। মহিলারা হলুদ শাড়ি ও পুরুষেরা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরেন। সবার গলায় থাকে উত্তরীয়। প্রত্যেকে একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দেয়।

আবার বৈষ্ণব ধর্ম মতানুসারে,ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে শ্রীকৃষ্ণ রাধা ও অন্যান্য গোপিনীদের দিনে রং খেলেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আজও নদীয়া জেলার নবদ্বীপে পালন করা হয় দোল উৎসব। এখানেও প্রচুর পর্যটক ও পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। দোলের আগের দিন রাতে কাঠ, খড়,বাঁশ ইত্যাদি জ্বালিয়ে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব নেড়া পোড়া নামে পরিচিত। উত্তর ভারতে এই উৎসবটি রং খেলার পরদিন পালন হয় এবং এই উৎসব হোলিকা নামে পরিচিত। দোলযাত্রায় হিন্দু জাতি ছাড়াও শিখ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও যোগ দিতে দেখা যায়।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ

দোল যাত্রা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ইসকন শিলিগুড়ি মন্দিরের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা ।

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস

সভাপতি,

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির

কেও কৃষ্ণ, কেও রাধা, কেওবা সুদামার চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কার জিতে নিলো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কেও কৃষ্ণ, কেও রাধা, কেও গৌড় নিতাই বা সুদামা সেজে অভিনয় করে। আর সেই সৎ সঙ্গ এবং সুন্দর পৌরানিক কাহিনী অভিনয়ের জেরে সেই সব শিশুকে শংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করলো শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে সম্প্রতি ভাগবতের বিভিন্ন দিক মেলে ধরেন ভাগবত প্রবক্তা শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীভক্তি নিলয় হরিজন মহারাজ।

শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় শ্রীমদ ভাগবত প্রেম রসামৃত কথা। পয়লা মার্চ পর্যন্ত এই ভাগবত রসামৃত কথা চলে। প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত চলে সেই ভাগবত কথা চলে। সেই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজক বা আহ্বায়ক ছিলেন মঠাচার্য স্বামী শ্রীভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ।সেই ভাগবত কথার ফাঁকেই শিশু কিশোরেরা বিভিন্ন পৌরানিক চরিত্রে অভিনয় করে তাদের প্রতিভা মেলে ধরে। তারমধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় সোমবার। সেখানে সুদামা, কৃষ্ণ, নৃসিংহদেব, প্রহ্লাদ সেজে প্রথম স্থান অধিকার করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাখি পাল। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সৃজনী পাল এবং তৃতীয় স্নেহা সিংহ। অন্য যারা শংসাপত্র পেয়েছে তারা হলো সুস্মিতা দাস, পিয়ালি দাস, মল্লিকা শর্মা, নৈনিতি সরকার। শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ দেশবন্ধু পাড়ার মঠাচার্য স্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজ সকলের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
नि:स्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

**16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006**

অর্থ রোজগার করে সেই অর্থ কেন সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কেউ অর্থ রোজগার করে সেই অর্থ সৎকাজে বা পুণ্য কর্মে ব্যয় করলে তার কাছে আবার সেই অর্থ ফিরে আসে। সৎ কর্মে ব্যয় করা অর্থ ফিরে আসে আরো দ্বিগুন অর্থ নিয়ে। আর কারো কাছে অর্থ থাকলে সেই অর্থ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তবে একসময় সেই অর্থ আসাই বন্ধ হয়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে অসৎ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করার ফল ভোগ করতে হয় তৃতীয় প্রজন্মকে। অন্তত ভাগবত শাস্ত্রীয় ব্যাখা অনুযায়ী এমন কথাই মেলে ধরলেন বৃন্দাবনবাসী ত্রিদন্ডি স্বামী ভক্তিনিলয় হরিজন মহারাজ। এই ভক্তি নিলয় হরিজন মহারাজ বৃন্দাবননিবাসী। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে পয়লা মার্চ পর্যন্ত তিনি শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে ভাগবত প্রবচন পাঠ করতে আসেন। সেই সময় খবরের ঘন্টাকে তিনি ওই সব কথা জানান। একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন , মনকে যত সৎসঙ্গ বা সাধু সঙ্গে রাখা যাবে তত মন ভালো থেকে ভালোর দিকে যাবে। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। বর্তমানে চারিদিকে হিংসা, রোগব্যাধি সহ মানুষের দুঃখ বাড়তে থাকায় বৃন্দাবন নিবাসী এই ভক্তি নিলয় হরিজন মহারাজ বলছেন, আজকের প্রজন্মের শিশুদের নৈতিক শিক্ষা বা ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না। আজকাল এই শিশুরা শৈশব থেকে ক্যারিয়ারের পিছনে ছুটছে। বাবা-মা শিশুকে বড় ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার তৈরির জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছেন। বড় হয়ে একদিন শিশু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার তো হলো কিন্তু সংসারের সুখ নিয়ে আসতে পারল না। সেই ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার দেখা গেলো তার বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিলো। অথবা সেই শিশু বড় হয়ে বিদেশে চলে গেলো আর বাবা-মা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। সংসারে শুধু অশান্তি আর অশান্তি। তার সঙ্গে রোগ জ্বালা। এসবের মূলে একটি কারণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা বা ভারতীয় সংস্কৃতির অভাব।

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। সকলকে গৌড় পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ।

বর্তমানে সকল শ্রেণীর মানুষকে আমরা বলতে চাই, আগামী রাধাগোবিন্দের ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়ন্তী তথা দোলযাত্রায় কলিযুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন এবং ভাগবত কথার মাধ্যমে দূর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করে তুলুন

শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ

দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি।
(ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সন্নিকটে)

যোগাযোগ নম্বর
৯৪৩৪১৯৫০২৫ (হোয়াটসঅ্যাপ)
/৭৬৯৯৪৪১০২৩

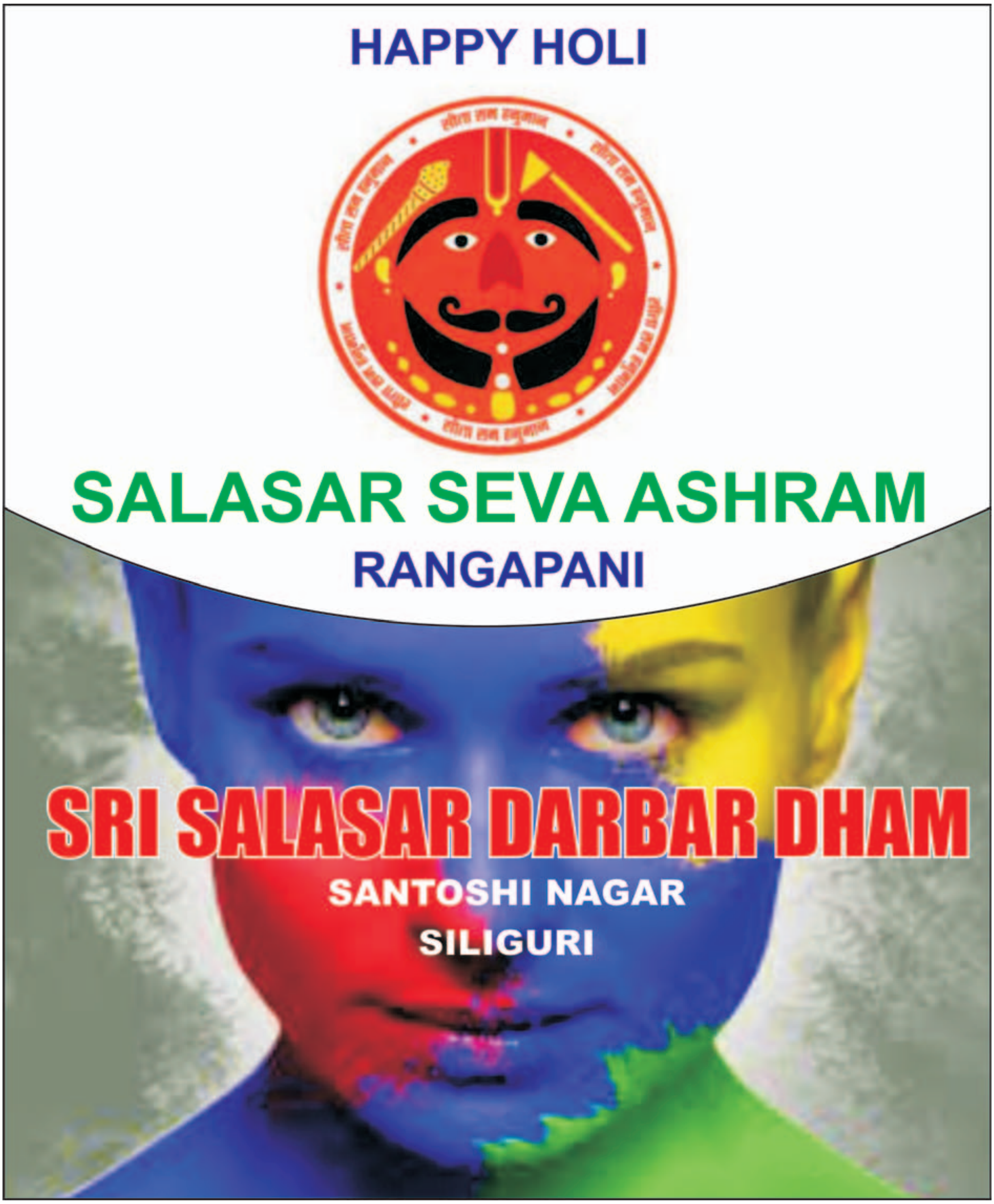
HAPPY HOLI
SALASAR SEVA ASHRAM
RANGAPANI
SRI SALASAR DARBAR DHAM
SANTOSHI NAGAR
SILIGURI

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কেন রাজা হতে পারেননি,শান্তি কিভাবে পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কেন রাজা হতে পারেননি, দ্বারিকা এবং মথুরায় রাজা হয়েছিলেন উগ্র সেন। কিন্তু কোন অভিশাপের জন্য , কেন রাজা হতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ--- আধ্যাত্মিক ব্যাখা সম্প্রতি মেলে ধরেন ভাগবত প্রবক্তা শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীভক্তি নিলয় হরিজন মহারাজ। সেখানে এই মহারাজ আরও জানালেন, ভোগের মধ্যে কোনো শান্তি নেই। ভোগের অপর নাম হলো রোগ। আমাদের শরীরটা বৃদ্ধ হয় কিন্তু মন কখনো বৃদ্ধ হয় না। যতই আপনি অর্থ রোজগার করুন না কেন, মনের পেট কখনো ভরবে না। যতই সুখ ভোগ করুন না কেন, মন আপনাকে আরও সুখ ভোগের দিকে চালনা করবে। আর আপনি যত ভোগের পথে হাঁটবেন ততই আপনার রোগের পরিমান বাড়বে। তাই ত্যাগেই আপনার সুখ, ত্যাগেই আপনার শান্তি। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে শ্রীমদ ভাগবত প্রেম রসামৃত কথা। পয়লা মার্চ পর্যন্ত এই ভাগবত রসামৃত কথা চলবে। প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সেই ভাগবত কথা চলছে। সেই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজক বা আহ্বায়ক হলেন মঠাচার্য স্বামী শ্রীভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ। বর্তমান সময়ে নানা সমস্যা বা অবসাদের শিকার বহু মানুষ। তাদের সেই অবদাদের মধ্যে ভাগবত কথা এক সুন্দর জল সিঞ্চনের কাজ করছে।

খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা ২০২৪

ভক্তিবেদান্ত শ্রীমাধব অনুরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দোলযাত্রাকে সামনে রেখে খবরের ঘন্টা সংবর্ধনা জানায় শিলিগুড়ি শক্তিগড় কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের ইনচার্জ ভক্তিবেদান্ত শ্রীমাধব মহারাজকে। শ্রীমাধব মহারাজের অনুপস্থিতিতে সেই মঠের সহ ইনচার্জ সজ্জন গোস্বামীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা প্রদানের অঙ্গ হিসাবে তুলসী গাছের চারা, স্মারক প্রদান করা হয়। তার সঙ্গে খাদা পড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেই সময় সজ্জন গোস্বামী মহারাজ জানান, দোল যাত্রাকে সামনে রেখে শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেদিন আবার গৌড় পূর্ণিমা রয়েছে। এই পুণ্য তিথিতে আবির্ভাব হয়েছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবকে সামনে রেখে কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ থেকে সৎ সঙ্গ বা আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করা হচ্ছে সবসময়। ভক্তিবেদান্ত শ্রী মাধব মহারাজের নেতৃত্বে সব সাধু সেখানে সৎ ভাব প্রচার করেন। সেই কারনে ভক্তিবেদান্ত শ্রীমাধব মহারাজকে এবং পুরো টিমকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সজ্জন মহারাজ সেখানে বলেন, খবরের ঘন্টাকে আমরা সাধুবাদ জানান। খবরের ঘন্টা সৎ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে আমরা সকলে মিলে দোল উৎসব পালন করি। দোল যাত্রা মানে সর্বধর্ম সমন্বয় বা মেল বন্ধন। মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হোক মোর এই নাম। তুলসী গাছকে আমরা ভক্তি করি। তুলসী রাখা মানে শুদ্ধ ভাব। তুলসী দান মানে সাক্ষাৎ ভগবানকে দান করা। সেই হিসাবে খবরের ঘন্টাকে অনেক ধন্যবাদ। অপরদিকে ফোনে ভক্তিবেদান্ত শ্রীমাধব মহারাজ সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সবাই শান্তিতে থাকুন, মিলেমিশে থাকুন। মহাপ্রভুর বানী শ্রবন করুন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে প্রেমের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন।

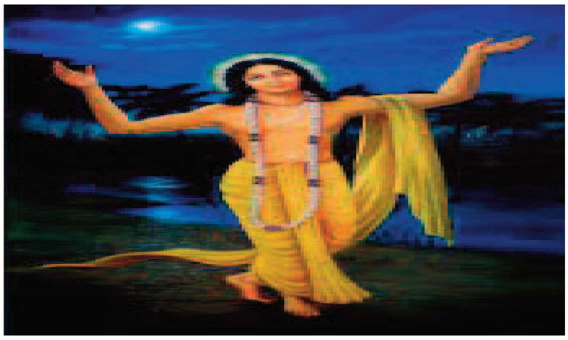

পুণ্য কর্ম করলে কেন তা বলতে নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুণ্য কর্ম করলে সেই পুণ্য কর্মের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে নেই। আর যদি তা করা হয় তবে সেই পুণ্য কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। অন্তত শাস্ত্রীয় ব্যাখা সেটাই বলছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে এমন ব্যাখাই মেলে ধরেন ভাগবত প্রবক্তা শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীভক্তি নিলয় হরিজন মহারাজ। তিনি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখা সেখানে মেলে ধরেন ভক্ত শ্রোতাদের সামনে। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় শ্রীমদ ভাগবত প্রেম রসামৃত কথা। পয়লা মার্চ পর্যন্ত সেই ভাগবত রসামৃত কথা চলবে। প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সেই ভাগবত কথা চলে। সেই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজক বা আহ্বায়ক ছিলেন মঠাচার্য স্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজ। বর্তমান সময়ে নানা সমস্যা বা অবসাদের শিকার হলেন বহু মানুষ। তাদের সেই অবসাদের মধ্যে ভাগবত কথা এক সুন্দর জল সিঞ্চনের কাজ করে।

প্রকৃতি ও নারী

কবিতা বণিক

ভোরের আলোয় আজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোনালী রং এর সূর্য ওঠা ভোর এক মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দিল চোখে। গাছেগাছে হলুদ রং এর থোকা থোকা ফুল ঝুলছে। মন হরণ করা অমলতাসের গাছগুলো হলুদ আভায় ভরিয়ে রেখেছে ঝাড়বাতির আলোয় সেজে গলিপথ হয়েছে যেন রাজপথ। ভৈরবী সুরে কেউ বাসন্তিকারবন্দনা গাইছে। দূরের ওই পলাশ গাছে সূর্যের সোনা রং এর ওড়না ছড়িয়ে, বুঝি বাসন্তিকার আগমন? ঋতুরাজ এরই তোসে অর্ধাঙ্গিনী। রাজরানীর এমন মনোলোভা শোভা বাড়িয়েছে! গাছে গাছে রংবেরঙের নানান ফুল আর গাছের ডালে আকশের গায় পাখীদের আনাগোনা। রঙিন হয়েছে আজ প্রকৃতি। আমাদের বাড়ির গেটটায় আবির রঙাবোগে নভেলিয়ারা বসন্ত বরনে প্রস্তুত। মাটিতে বিছিয়েছে আবির রঙা পাতার কার্পেট। বসন্ত আসবে বলে আকাশকে রাঙিয়েছে যেন ঘুড়ির মতো সব পাখিরা। নীল রঙের মাছরাঙাপাখিটা, শিমুল গাছের মাথায় হলুদ রং এর শরীর আর নীল রঙের মাথাওয়ালা বসন্ত বৌরি, সবুজ টিয়া পাখির ঝাঁক, সাদা বকের ঝাঁক আরও কত ফিঙে, দোয়েল, বুলবুলিরা। মৃদু মন্দ হাওয়ায় টুপটাপ ঝরে পড়ছে গাছেদের পাতাগুলো। পাতা খসানোর সময় কালে বাসন্তিকা তার পুরোনো ঘাগরা ছেড়ে দিচ্ছে, নতুন কচি পাতার ঝিলমিলে পোশাক পরবে বলে। এই ভোরের সোনালী রং এর হাওয়ায় লেগেছে প্রেমের মাতন। যেদিকেই চাই তাই ভাল লাগে এই মধুমাসে। গন্ধবিধুর হাওয়ায় মাতাল হয়েছে পাতারা। ঝরা পাতার এই খেলা চলে শীতের বিদায় বেলায়। মন খুলে ডাকতে ইচ্ছে করছে এস এস বসন্ত ধরাতলে। আজ সবাই আলোকের নৃত্যে মুখরিত আনন্দে। যদিও আনন্দ তবুও বিমর্ষ হয় প্রকৃতির যন্ত্রণায়। ‘‘ উৎসব রাজ দেখেন চেয়ে’’ আজ মানুষের অবহেলার শিকারে প্রকৃতির রোষ।

আনন্দ শক্তি যে! সবই যে শক্তির লীলা! আজ নারী দিবস। নারীইতো শক্তি স্বরুপা। নারীই প্রকৃতি, তাই প্রকৃতির যা কিছু কাজ--সূর্য ওঠা,বাতাস বওয়া, ফুল ফোটা আরও যা কিছু কর্ম, এছাড়া সমাজে, সংসারে সব কাজ-কর্ম, শক্তি দ্বারা পরিচালিত। শক্তিকে যেমন খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত তেমনি শক্তি স্বরুপা মাতা, জায়া, কন্য স্বরুপা জাত-পাত হীন আপামর নারীকে শ্রদ্ধা ও সন্মান দিয়ে চলার অঙ্গীকার করা উচিত । নারী শক্তির অপ ব্যবহারে দুর্ভোগ, অশান্তি, অভিশাপ নেমে আসে। আমরা সাধারণভাবে শুনে থাকি একটি নারীকে কেন্দ্র করেই যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে। আসল কারণ নারী শক্তির অসন্মান, অপব্যবহারের ফলেই সেসব যুদ্ধের সূত্রপাত। আজকের যত অধঃপতন সবই নারীর অপমানজনিত কারণে। বসন্ত যতই রংদার হোক তবু সে প্রকৃতি।প্রকৃতি নিয়েও আমাদের অসন্মান, অবহেলার কারণে প্রচুর ধ্বংসলীলার কান্ড দেখতে পাচ্ছি। কত নদী লুপ্ত হচ্ছে। জল সংকট দেখা দিচ্ছে চারিদিকে।

প্রকৃতির যত্ন যেমন আজ খুব প্রয়োজন তেমনি আপামর নারী জাতির সন্মান খুব প্রয়োজন। মা, বোনেদের শক্তিকে দুদিকে ধারওয়ালা তলোয়ারের মতন সাবধানে সবদিক বজায় রেখে চালনা করা উচিত। তবে সবাই সুরক্ষিত থাকবে।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব

অনিল সাহা

(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

জগতে এক স্বনামধন্য প্রেমভক্তিপরায়ন মহান পুরুষের নাম মহাপ্রভু শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব। সবাই যাকে জানে ও চেনে নবদ্বীপের নিমাই নামে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি অন্যমতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে । ১৪০৭,২৩শে ফাল্গুন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিরোধান দিবস। পিতা জগন্নাথ মিশ্র। মাতা শচীদেবী। ছোটবেলায় নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ডাক নাম গোরা।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রথমে আটটি কন্যার জন্ম হয়। তারা সকলেই শৈশবে মারা যান। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। নাম রাখা হয় বিশ্বরুপ। বিশ্ব রুপের জন্মের ১২ বছর পর কনিষ্ঠপুত্র বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়। আদর করে নাম দেওয়া হয় নিমাই। দেখতে গৌর কান্তি তাই তাঁকে গৌরাঙ্গ বলেও ডাকতো। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরুপ ১৬ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহন করে চলে যান।

নিমাই বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন।তাঁকে গঙ্গা দাস পন্ডিতের টোলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। নিমাই উৎসাহের সঙ্গে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন করতে লাগলেন। সেই সময় একরকম জোর করেই বল্লভ ভট্টাচার্যের কন্যা লক্ষী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

ইতিমধ্যে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হয়।সংসারের দায়িত্ব নিমাই উপর নবদ্বীপ ধন্য হয়ে উঠল। জানা যায় চৈতন্যদেবের প্রথম পত্নী লক্ষীপ্রিয়া সর্প দংশনে মারা যায়। জননী শচীদেবী ব্যাকুল আগ্রহে তাকে দ্বিতীয় বার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে নিমাই এর বিবাহ দেন।

পিতৃ শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে গয়ায় গিয়ে তিনি বিষ্ণুর পাদ পদ্ম দেখে মুর্ছিত হলেন। পরে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহন করেন। এই সময় নিমাইয়ের জীবনের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। অধ্যাপনায় মন নেই। সংসারে মন বসে না। দিবারাত্রি কেবল নাম সংকীর্তনে মাতোয়ারা অবস্থা। যবন হরিদাস, শ্রীবাস পন্ডিত, জগাই-মাধাই সহ অনেকেই প্রভুর অপূর্ব মহানাম সংকীর্তনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই নামে শুধু নবদ্বীপ নয় সারা ভারতবর্ষ মেতে ওঠে।

চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহন করেন। তখন নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য--সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

জীবনের শেষ আঠার বছর মহাপ্রভু নীলাচলে স্বরুপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সাথে অতিবাহিত করেন।

With Best Compliments From :

Kirrty

KAUSTAV BISWAS
B.E. (EEE)
Partner

M : 8391846988 (O)
9434875203

Reg. Office
Ashram Para
Nazrul Sarani
Siliguri-1

Corporate Office
Ananda Mangal Square
S.F. Road
Siliguri-734005

contactkirrty@gmail.com
kaustavbiswas@gmail.com

১৫৩৩খ্রিস্টাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু লালী সংবরণ করেন। কেউ বলেন মহাপ্রভু জগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে মিলে যান আবার কেউ বলেন তিনি পুরীর সমুদ্রে নীল রুপো রাশিকে শ্রীকৃষ্ণের রুপরাশি মনে করে আলিঙ্গন করতে যান ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে প্রাণ হারান। তাঁর মূল মন্ত্র ছিল- চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরি ভক্তি পরায়ণ, অর্থাৎ হরি ভক্তি পরায়ণ হলে ব্রাহ্মন অপেক্ষা শূদ্র চন্ডালও শ্রেষ্ঠ। ভারতের বিবেকানন্দ, গ্রন্থ থেকে শ্রী চৈতন্য ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদিত হলো- শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মন কুলে আবির্ভূত ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বে তাঁর অমর কীর্তি রহিয়াছে। তিনি সাধু, অসাধু, পাপী, পুণ্যবান, হিন্দু, মুসলমান, পবিত্র, অপবিত্র, পতিত, বেশ্যা, এজাতি, সে জাতি, এ দেশ , সে দেশ এ সম্প্রদায়, সে সম্প্রদায় কোন ভেদ করেন নাই। সকলেই তাঁর প্রেমের ভাগী ছিলেন। সবশেষে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক পরম কল্যাণময় বাণী দিয়ে শেষ করলাম।

"একবার হরিনামে যাত পাপ হরে,/জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

দোল মানে প্রেমের উৎসব

পূজা মোক্তার
(ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আসরফ নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। দোলের সময় আমাদের অনেকের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি কমে যায়। একে অপরকে রাঙিয়েদেয়। খুব ভালো অনুষ্ঠান এটি। আমিতো দোলের দিন শিশুদের হাতে আবীরের প্যাকেট তুলে দিই। অনেক গরিব মানুষ আছে যারা অর্থ দিয়ে শিশুদের আবীর কিনে দিতে পারেন না। তাদেরকে আমি আবীরের প্যাকেট কিনে দিই। আবার বয়স্ক বা গুরু জনদের প্রণাম করি। সেই সময়ও আমি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বয়স্ক ভবঘুরেদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। যারা অসহায় তাদের ভালবাসি।

বসন্ত বা দোল যাত্রার এই সময়টা প্রকৃতি যেন নতুন ভাবে সেজে ওঠার প্রস্তুতি নেয়। এই সময় গাছের পাতাগুলো সব ঝরে যায়। আবার প্রকৃতি নতুন ভাবে সেজে ওঠার প্রস্তুতি নেয় এই সময় থেকেই। প্রকৃতি আসলে আমাদের আসল শক্তি। পরম ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে নিয়ে নানা গাছ পশু পাখি নিয়ে অন্যরকম খেলায় মেতে ওঠে।

বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব আমাদের পুরনো কাহিনীর একটি ঐতিহ্যমন্ডিত উৎসব। এছাড়া হোলি বা হোলিকা মানে অশুভ শক্তিকে দমন করে শুভ শক্তির বার্তা দেয়। হোলি আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এক উৎসব। হোলি বা দোল উৎসব আমাদের প্রকৃতি বা সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ এক পবিত্র উৎসব। এই উৎসব আমাদের বার্তা দেয়, ধর্ম নয় -- জাতি নয়, মনুষ্যত্ব বা মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধনই হলো আসল উৎসব। তাই এই উৎসব উপলক্ষ্যে বড়দের আমার প্রণাম এবং ছোটদের ভালোবাসা। সবাই ভালো থাকুন। সবাই রং খেলুন, কিন্তু সাবধানে। এমন কিছু রংয়ে ব্যবহার করবেন না যাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয়।

শরীরে অনেক ব্যথা তবুও হাসি মুখেই সময় পার করছেন গৌরিদেবী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শরীরে খুব ব্যথা। দুটো হাঁটুর সঙ্গে কোমড়ে ব্যথা। অনেক বার দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফিজিওথেরাপি করেন। কিন্তু শরীরের অনেক জ্বালা রয়েছে তাঁর। তার পাশাপাশি শরীরের অনেক রোগ। প্রেসার, সুগার, হার্টে সমস্যা, থাইরয়েড, কোলেস্টরেল, ভার্টিগো। এত কিছু কষ্টের মধ্যেও সবার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন গৌরি চৌধুরী। বয়স তাঁর ৭০ বছর। বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দির বিবেকানন্দ সরনিতে। শরীরের ব্যথার সঙ্গে মনেও অনেক দুঃখ রয়েছে। ২০১৯ সালে তাঁর স্বামী অজিত চৌধুরী প্রয়াত হন। তিনি কিডনির সমস্যাতে ভুগছিলেন। কিন্তু তারপরও হেসে খেলে সকলের সঙ্গে সুমধুর ব্যবহার করে গৌরিদেবী চলছেন কিভাবে ?প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আসলে অক্সিজেনটা আসে গাছের পরিচর্চা থেকে। গাছ ভালোবাসি। গাছ থেকে আসে শক্তি। তার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করি। যেমন কবিতা ভালোবাসি। নিজে কবিতা লিখি। সেখান থেকে অক্সিজেন পাই।’ এর বাইরে সমাজসেবামূলক কাজও করেন তিনি। দুঃখী অনাথ গরিব অসহায়দের তিনি ভালোবাসেন। সবমিলিয়ে এক ব্যতিক্রমী মহিলা। সত্তর বছর বয়সে এত কষ্টের পরও তাঁর এই সব কাজ অনেককে প্রেরণা দেয়।

বিভিন্ন ভেষজ নিয়েও কাজ করেন গৌরিদেবী। এর ওপর তিনি ডক্টরেট করেছেন। মাথার তেল, ত্বকের নানা মলম, ফেসিয়াল ক্রিম তিনি অনেক তৈরি করেছেন। নানা গাছের পাতা থেকে তিনি তৈরি করেন সেই সব সামগ্রী। তাঁর ভিতরে এত যন্ত্রণার পরেও কাওকে তিনি তা বুঝতে দেন না। সকলের সঙ্গে তিনি মন খুলে কথা বলেন। আবার বিউটিসিয়ানের ওপরও তিনি পড়াশোনা করেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি বেঙ্গালুরুতে বিউটিসিয়ানের ওপর কোর্স করেন। পরবর্তীতে আবার ২০০৮ সালে বিউটিসিয়ানের ওপর আলাদা কোর্স করেন। শিবমন্দিরে রয়েছে তাঁর লাবন্য বিউটিফিকেশন। সেখানে এইচ ডি মেক আপ এবং নন এইচ ডি মেক আপ হয়। সেই লাবন্য বিউটিফিকেশন পার্লার আবার চালু করতে চান গৌরিদেবী। অসুস্থতার জন্য তা অনেক দিন বন্ধ ছিলো। সেই পার্লার আবার চালু করে তিনি মেয়েদের প্রশিক্ষন দিতে চান বিউটিফিকেশনের ওপর যাতে কিছু মেয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। সেই পার্লারে ভালো কাজ জানা মহিলা চাইছেন গৌরিদেবী, যোগাযোগ নম্বর ৮৫০৯৮২৯৬০৬। তিন মাসের পুরো কোর্স । ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা ভাষাতে প্রশিক্ষনের প্রয়াস চলছে। থাকা এবং খাওয়ার বন্দোবস্তও হচ্ছে। সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গৌরিদেবী। তিনি বলেন, দোল যাত্রা হলো আমাদের সংস্কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ এক উৎসব। আমি চাই সকলে মিলেমিশে এই উৎসবে মেতে উঠুক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। রং খেলুন কিন্তু সাবধানে। এড়িয়ে চলুন কেমিক্যাল রং।

সকলকে দোল যাত্রার শুভেচ্ছা স্বর্ণালি বুটিকের

লাভলি দেব

(স্বর্ণালি বুটিক, শ্রী মা সরনি, লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোল যাত্রার শুভেচ্ছা। আমাদের সংস্কৃতিতে বা জাতীয় জীবনে দোলযাত্রা এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। দোল আমাদের পরস্পর মেলবন্ধন বা শুভ ভাবের বার্তা দিয়ে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে আমিও স্বর্ণালি বুটিকের তরফে সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

ফাল্গুনের পরপরই চৈত্র। বাংলার সব ঋতুতেই কিছু না কিছু উৎসব লেগে রয়েছে। তারপর সামনে আসছে বৈশাখ। নতুন আর একটি বাংলা বঙ্গাব্দ, পয়লা বৈশাখ। নতুন বছরকে সামনে রেখেও কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করছে স্বর্ণালি বুটিক। কেনাকাটার ওপর অনেক ছাড়তো থাকছেই তার সঙ্গে থাকছে উপহার। রয়েছে আরও কিছু চমক। তার পাশাপাশি বৈশাখ মাসে বিয়ে অনুষ্ঠানও রয়েছে। বিয়ের কেনাকাটা করতে আপনাকে সবসময় স্বাগত স্বর্ণালি বুটিকে। কনেকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তুলতে নানারকম সব শাড়ি পাবেন স্বর্ণালি বুটিকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাওয়ার আগে একবার স্বর্ণালি বুটিকে ঘুরে যেতে পারেন। নানারকম শাড়ির সম্ভার রয়েছে আমাদের এখানে। সেই সব শাড়ি থেকে বেছে নিয়ে আপনি বিয়ে বাড়িতে উপহার দিতে পারেন। আমাদের এখানে যেসব শাড়ি পাবেন তা অন্যত্র পাবেন না। কারণ আমাদের এখানে শাড়ির মধ্যে এমন অনেক কাজ করা থাকে যাতে রয়েছে সৃজনশীলতা। একটা নিজস্বতা। যার জন্যেই শিলিগুড়িতো বটেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি দক্ষিনবঙ্গ এবং ভিন রাজ্য থেকেও লোকজন স্বর্ণালি বুটিকে যোগাযোগ করছেন। বুকিং করছেন নতুন নতুন শাড়ি। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। স্বর্ণালি বুটিকের যোগাযোগ নম্বর ৭৯০৮৫৪৮৫৮৮/৯৪৭৪৮৭৪৮৩০

লাগল যে দোল

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়

(লেক টাউন, দশম শ্রেণী, বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুল)

ঋতুর পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভাসিত হয়ে ওঠে প্রকৃতির কোমল রুপ। শীতে জর্জরিত ঋতুর অবসানে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। কিংশুক পলাশের রক্ত শোভায় প্রকৃতিতে আসে উষ্ণতা। আনে কোকিলের মধুর কুহুতান। এই সময় আমাদের দুটি বড় উৎসব হলো দোল ও দুর্গোৎসব (বাসন্তি পুজো।) বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের রঙ খেলার উৎসব শুধু বাংলারই নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে পালিত হয়। দুদিন ধরে রং খেলার এই উৎসবে দেশবাসী মেতে ওঠে। প্রথম দিন আবীর খেলা আর পরের দিন বিভিন্ন রঙ গুলিয়ে পিচকারির সাহায্যে সেটা বন্ধুবান্ধব, পাড়ার প্রতিবেশীদের রাঙিয়ে দেওয়া।

প্রতিবার দোলের সময় , আমার পরীক্ষা থাকে। কিন্তু এবার নেই। এই কারনে এবার বেশ আনন্দ করতো পারবো। যখন ছোট ছিলাম তখন প্রতিবার সকালে উঠে স্নান সেরে ঠাকুরের পায়ে আবীর দিতাম। এবং পরে গুরুজনদের প্রণাম করে বাবার সঙ্গে রং খেলতে বের হতাম। সাথে অতি অবশ্যই একটি পিচকারি থাকতো। রাস্তায় যাকেই দেখতাম তার দিকেই রং ছুঁড়তাম। তারপর বাড়ি এসে শ্যাম্পু করতাম। এবং বেশ অনেকটা বেলা করেই দুপুরের খাবার খেতাম। এবারের রঙ খেলায় বাবা-আমি মিলে খুব মজা করবো। আগেই বাবা মনে করিয়ে দেন, যারা আমাদের বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা দেন , যেমন স্বাস্থ্য কর্মী, দমকল কর্মী, সাফাই কর্মী , কর্তব্যরত পুলিশ তাদের রং না লাগাতে। এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদেরও অমতে রং না লাগাতে। রং খেলার আগের দিন বুড়ির ঘর পোড়ানো হয়--“ আজ আমাদের নেড়া পোড়া কাল আমাদের দোল/পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে বল হরিবোল। ”

এই নির্ভেজাল বাগানের প্রেমে পড়লে আপনার মন সেই প্রেমেই মজে থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ লাল, হলুদ, সাদা গোলাপি, বেগুনি, নীল, সবুজ সহ নানা রংয়ের ফুল নিয়ে অন্যরকম রং খেলায় মেতে ওঠে প্রকৃতি। পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার ফুলের প্রজাতি রয়েছে, আবার ফলের গাছও হাজার রকম। এই পরিবেশ প্রকৃতিকে ভালোবেসে আপনি বিভিন্ন ফুল ফল নিয়ে মাথা ঘামালে তার কুলকিনারা পাবেন না যেন তা মহাকাশ বা মহাসমুদ্র। তবে প্রকৃতির এই রং খেলা যদি নিজের ভিতর থেকে নিতে পারেন তবে আপনি সবসময় আনন্দে থাকবেন। গাছেদের ভাষা যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তবে তার মধ্যে পাবেন নির্ভেজাল এক আনন্দ। গাছের পরিচর্যা করে যখন সেখানে সুগন্ধি ফুল বা কোনো ফল পাবেন তখন সেই সৃজন প্রতিভা আপনাকে নতুন সৃজনে উদ্দীপ্ত করবে। এরকম বহু ব্যতিক্রমী মানুষ সমাজে রয়েছেন যাদের কাছে ফুল ফলের মধ্যেই রয়েছে নতুন এক প্রানের স্পন্দন। সামনে সবাই রং এর উৎসবে মেতে উঠবেন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আনন্দ পাবেন। কিন্তু প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্য বা বহু রং এর খেলার আনন্দ বুঝতে পারলে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। শিলিগুড়ি এস এফ রোডের আনন্দ মঙ্গল স্কোয়ার নিবাসী কৌস্তভ বিশ্বাস এমনই একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভা তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে নানান ফুল থেকে নানান ফল এবং সব্জি চাষ করছেন একবার কৌস্তভবাবুর বাড়ির ছাদ বাগানে প্রবেশ করলে সেখান থেকে মন আর ফিরে আসতে চাইবে না। এমনই সেই বাগানের পরিবেশ যেন মনে হবে সবসময় সেই ফল ফুল সব্জির প্রাণে--“প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে/মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।/তব ভুবনে তব ভবনে/মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।/আরো আলো আরো আলো/ এই নয়নে, প্রভু ঢালো।/সুরে সুরে বাঁশি পুরে/তুমি আরো আরো আরো দাও তান।/ আরো বেদনা আরো বেদনা,/প্রভু , দাও মোরে আরো চেতনা।/দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে/মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ/ আরো প্রেম আরো প্রেমে/ মোর আমি ডুবে যাক নেমে।/ সুধাধারে আপনারে/ তুমি আরো আরো আরো করো দান।।”

ভালোবাসার উৎসব এই দোল

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(অধ্যক্ষা, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের সংস্কৃতিতে যতগুলো উৎসব রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হলো দোলযাত্রা। এটা ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা। দোল যাত্রায় একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। দোল যাত্রা এক প্রেমের উৎসব। মানুষে মানুষে বন্ধনের উৎসব। দোল যাত্রা আমাদের শিক্ষা দেয়, হিংসা নয়, ভালোবাসাই হলো মানব জীবনের মূল কথা। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দোলযাত্রাকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেই পরম্পরা আজও বজায় রয়েছে। সেখানে এই বসন্ত উৎসবকে ঘিরে অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়। দোলের সময় এই বসন্ত উৎসব আমাদের বারবার দোলা দেয় কবির নানা গানের সুর। বসন্ত উৎসবের অপূর্ব বাতাবরন শুধু আর শান্তিনিকেতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি বাঙালির জীবনে। আমরাও অতীতে বারবার আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি থেকে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছি। এবারে সেই ধরনের উৎসব না হলেও আমরা সকলকে বসন্ত উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই। সকলে ভালো থাকুন, রইলো এই প্রার্থনা। এই বসন্ত উৎসব আমাদের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বসন্ত বা দোল উৎসব নিয়ে তাই আপনাদের সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দোল খেলুন শান্তিতে এবং শরীর স্বাস্থ্য ভালো রেখে।

যাঁরা অর্থের সৎ ব্যবহার করেন তাদের আরও অর্থ প্রাপ্তি ঘটে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অর্থই অনর্থের মূল। আবার অর্থই হলো পরমার্থ। অর্থই পরমার্থ মানে অর্থকে একদিকে সামাজিক কাজে ব্যবহার করতে হবে। যেমন অন্ন দান, বস্ত্র দান প্রভৃতি। অর্থ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সমাজের মঙ্গল হয়। আবার অর্থকে ভগবত সেবায় ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবায় দান। যাঁরা এই অর্থের সৎ ব্যবহার করতে জানেন তাদের আরও অর্থ প্রাপ্তি ঘটে। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের মঠাচার্য স্বামী শ্রী ভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানিয়েছেন। তিনি শাস্ত্রীয় ব্যাখা মেলে ধরে আরও বলেছেন, মানুষের জীবনের মূল্যবান বিষয় হলো চারটে। এক ধর্ম, দুই অর্থ, তিন কাম আর চার মোক্ষ। সৎ ভাবে জীবনযাপন করলে ধর্ম লাভ হয়। আর ধর্মের ভাব থাকলে অর্থ লাভ হয়। আর অর্থের সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমার্থা লাভ হয়। সেই পরমার্থ থেকেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়।

জীব দুই প্রকার। বদ্ধ জীব আর মুক্ত জীব। বেশিরভাগ জীব হলো বদ্ধ জীব। সাধন ভজন বা সৎ সঙ্গের মাধ্যমে জীব মুক্তির দিকে এগোয়।

বিভিন্ন ভাবে মানুষ অর্থ লাভ করে। কেও চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে। কেউ কৃষি কাজ বা অন্য শ্রমিকের কাজ করে। সৎ ভাবে অর্থ রোজগার করে সেই অর্থ সৎ কাজে ব্যয় করলে তার পাল্টা লাভ আসে আধ্যাত্মিকভাবে।

আসন্ন দোল পূর্ণিমাকে সামনে রেখে ভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ বলেন, দোলের এই সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে এসে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বাতাবরন তৈরি বার্তা দিয়ে যান। মানুষে মানুষে আন্তরিকতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বাতাবরন তৈরির জন্য হরিনামের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এই বিশেষ তিথিকে সামনে রেখে তাঁরা সঙ্কীর্তন, ভাগবত পাঠের আয়োজন করছেন। সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ।

সকলকে উদ্ধার করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম দিয়েছিলেন

অখিলাত্মাপ্রিয় দাস

(সভাপতি, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির)

সকলকে শিলিগুড়ি ইসকনের তরফ থেকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শীতের পর বসন্ত কাল, এই বসন্ত উৎসব শুরু হয়। আমরা শুনেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোলযাত্রার সময় বৃন্দাবনে রাধারানি গোপিকাদের সঙ্গে আনন্দ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। রাধারানির ভাবে এবং তাঁর শরীরের রং নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (স্বয়ং কৃষ্ণ) এই কলিযুগের যুগধর্ম প্রচারের জন্য আসেন । 'কলিযুগের যুগ ধর্ম নামেরও প্রচার, তথি লাগে পীত বর্ম চৈতন্য অবতার।' তিনি মানুষের মধ্যে প্রেমের বন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। ভাগবতে বলা আছে, কলি যুগের মানুষের আয়ু অল্প। তাঁরা কলহপ্রিয়, মানে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, তাদের ভাগ্য মন্দ। তারা রোগব্যাধির দ্বারা পীড়িত থাকবে। এসবই হলো কলিযুগের লক্ষন। এরজন্য শান্তি, মৈত্রী ও ভালোবাসার মাধ্যমে সারা জগতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আমরা শুনেছি। কিন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ হবে কি করে? যদি না আমরা আমাদের নিজেদের স্বরুপকে চিনি। আমরা একই ভগবানের নিত্যসেবক। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, খ্রিষ্টান হোক, ইহুদি হোক। আমরা যে একই, বীজ প্রদানকারী পিতা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই কলি যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ন হয়ে গোটা বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধেছেন ভালবাসার মাধ্যমে। যেমন জগাই মাধাই আমরা শুনেছি। 'মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না?' সেই জগাই মাধাইকে পর্যন্ত তিনি উদ্ধার করলেন, তাঁকে আঘাত করলেও। দ্বাপর যুগে যারা বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। যেমন শিশু পালকে বধ করেছেন, কংসকে বধ করেছেন তাঁর মামা। জরাসন্ধ , এমন রাজাদেরকে বধ করেছেন। কিন্তু কলি যুগে যদি বধ করতে হয় তবে সবাইকে বধ করতে হয়! কেননা কলি যুগে সবার মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে হৃদয়ের মধ্যে। এই আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে সবার মধ্যে রয়েছে কমবেশি। তাই সেভাবে উদ্ধার হবে না। এখানে উদ্ধার করতে হলে ভালোবাসা দিতে হবে। সেজন্য হরিনাম, 'গোলকেরও প্রেম ধন, হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন'। সেই হরিনাম নিয়ে এসে সারা বিশ্বকে মাতিয়ে দিলেন এবং তাঁর যে ভবিষ্যৎবাণী,'পৃথিবীতে আছে যতো নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম'।সেই নাম প্রচার হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে। ২৫শে মার্চ দোলযাত্রা হবে কিন্তু এখন থেকে মায়াপুরে । এখন থেকে পরিক্রমা শুরু হয়ে গিয়েছে। নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্ত-প্রতিনিধিরা এসেছেন। তাঁরা খালি পায়ে পুরো নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করছেন। সেখানে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া,চিন,রাশিয়া সবাই আছেন। এই হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। তাঁরা সকলে জয় শচিনন্দন,জয় শচিনন্দন বলে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে পরিক্রমা করছেন। তাঁরা সকলে একে অপরকে ভালোবাসছেন। মায়াপুরে শুরু হয়েছে বিরাট উৎসব। সেই প্রেমের বন্ধনের দিন চলে এসেছে।

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে আমরা ইসকন শিলিগুড়ির তরফে সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। বিগত বছরগুলোতে করোনার জেরে দোলযাত্রার উৎসবে মেতে ওঠার সময় একটু সমস্যা হয়েছে। এবারে করোনার সেই প্রাদুর্ভাব নেই। আশা করি, দোলযাত্রার প্রেমের বন্ধনে আনন্দ করবেন। প্রেমের বন্ধনে কৃত্রিমতায় না মেতে ওঠে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগরিত করাই হোক মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার মাধ্যমেই প্রেম জাগরনের কথাই বলে গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শিলিগুড়িতে ইসকন মন্দিরে আমাদের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে অনেক অনুষ্ঠান হবে। দোলযাত্রার আগের দিন হবে অধিবাস। তারপর ২৫শে মার্চ সুন্দরভাবে সব সাজিয়ে নানা অনুষ্ঠান হবে। মঙ্গলারতি হবে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্পর্কে আলোচনা হবে। তার সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ওপর নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে। তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অভিষেক, কীর্ত্তন এবং প্রসাদ বিতরন হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস রয়েছে। কেননা মহাপ্রভু এসেছেন সন্ধ্যার সময়। আর ওই সময় গ্রহন ছিলো। গ্রহনের সময় সবাই গঙ্গাতে স্নান করতে গিয়েছেন। কেননা সাধারণত গ্রহন হলে অশুভ ধরেন অনেকে। তখন শঙ্খ বাজিয়ে পবিত্র নদীতে স্নান করে এবং হরিবোল ধ্বনির মাধ্যমে পবিত্র পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। মহাপ্রভু এসেছিলেন সব অশুভকে শুভতে পরিণত করতে। কলি যুগের যে কলহ এবং অন্য অশুভ প্রভাব রয়েছে তা কাটিয়ে শুভ ভাব তৈরি করতে এসেছিলেন মহাপ্রভু। দোলের এই সময় সবাই সেই ভাবে মেতে উঠুক এটাই প্রার্থনা।

রঙের এই সময় আবীর মাখানো নিয়ে প্রচার আছে যে এই আবীর থেকে কোনো রোগব্যাধি দূর হতে পারে। পরস্পর ভালোবাসার জন্য রং খেলা হলেও, শুনেছি বসন্ত কালে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তার থেকে মুক্ত হতে ভেষজ আবির ব্যবহার করা হয়। ভেষজ আবীর অনেক প্রভাব ফেলতে পারে শরীরে। কিন্তু কেমিক্যাল রং কিন্ত ক্ষতিকর প্রভাবই ফেলে শরীরে।

আবীর হচ্ছে ভগবান এবং গুরুজনদের চরনে অর্পন করা

ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

(মঠাধ্যক্ষ,গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্রের শাখা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা । গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীমান মহাপ্রভুর ৫৩৭ তম দোলযাত্রা আমরা এবারেও মহা সাড়ম্বরে পালন করবো। হরি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় বিশেষ করে শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপায় ভগবান রাধাবিনোদবিহারীর কৃপায় করোনার মহামারীর সেই অবস্থায় এখন আর নেই। এখন আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। অতএব আমরা এই দোলযাত্রা বিশেষভাবে আনন্দের সঙ্গে সারা বিশ্বে পালন করবো।

দোলযাত্রার বিশেষ মাহাত্ম্য হলো, যখন আজ থেকে ৫৩৭ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের নামগান করতো না, যখন সাধুদের ওপর অত্যাচার হোত, যখন পাষন্ডরা সাধুদের নিন্দা করতো , যখন ধর্মের নামে অধর্মের গ্লানি দেখা দিলো তখন গঙ্গাজলে তুলসী পত্রের মাধ্যমে অদ্বৈত প্রভু আহ্বান করে মহাপ্রভুকে নিয়ে এসেছিলেন। যেদিন দোল পূর্ণিমা সেদিন মহাপ্রভু শচিমাত্রার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হন। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হলেন। সেদিন ছিলো চন্দ্রগ্রহণ। আর তাঁর আবির্ভাবের সময় পাষন্ডীগন, যারা কোনোদিন হরিনাম করেননি, তাঁরাও হরিবোল করতে লাগলেন। মায়েরা শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন, চারদিকে উলুধ্বনি হতে লাগলো। গঙ্গার ধারে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটলো। সেদিন মহাপ্রভু আবির্ভুত হয়ে এই জগৎ এর বদ্ধ জীবকে তিনি বার্তা দিলেন,‘‘ ওহে, বদ্ধ জীব তোমরা সব হরিনাম করো। হরিনাম করলে তোমরা সুখে শান্তিতে থাকবে। তোমাদের কল্যান হবে। তোমরা ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছো মাতৃ গর্ভে যে তোমরা জগৎ এ এসে

With Best Compliments From :~

MOB. : 7992269542

M/s. BINOD KUMAR AGARWAL

GENERAL MERCHANT & COMMISSION AGENT

Market Yard, Shop No. C/13, Gulabbagh
PURNEA (BIHAR) pIN - 854326

হরিনাম করবে। মাতৃ গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমরা সব কিছু ভুলে গিয়েছো। মায়ার দ্বারা আচ্ছাদন হয়ে আছো। এই যে তোমরা সাধু সঙ্গ করো, হরিনাম করো। কলি কালে তোমরা ধ্যান, তপস্যা করতে পারবে না, অর্চন পূজা করতে পারবে না অতএব তোমরা সাধুসঙ্গে সৎ গুরুর আশ্রয়ে হরিনাম করো। আর বৈষ্ণব সেবা দাও। তাতে তোমাদের কল্যান হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে ভক্তির ধারা বইতে থাকবে। আর জগৎ এর লোক আনন্দে সুখে হরিনাম করে এই জীবনকে অতিবাহিত করতে পারবে।" এই বার্তাই দোলযাত্রায় আবির্ভূত হয়ে দিয়ে গিয়েছেন মহাপ্রভু।

আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুযায়ী এই জড় জগতের লোকের আবীর খেলার নিয়ম রয়েছে। আবীর হচ্ছে ভগবানের চরনে এবং গুরুজন বা বয়স্কদের চরনে অর্পন করা। তাদের কাছে কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়-- আমার দেহের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহং অবস্থান করছে সেসব যেন নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সব রিপুগুলো যেন বিনষ্ট হয়। আমার যেন কৃষ্ণ ভক্তি হয়, আমার মন যেন পবিত্র হয়। কিন্তু জগৎ এর লোক উল্টোপাল্টাভাবে আবীর খেলছে। তারা আনন্দস্ফূর্তি করছে আবীর খেলার মাধ্যমে। তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। আবীর খেলার উদ্দেশ্য হলো ভগবৎ কৃপা। চিত্ত শুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি।

আমাদের শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে দোল পূর্ণিমাতে ভোর চারটে ত্রিশ মিনিটে মঙ্গলারতি হবে। সাড়ম্বরে মঙ্গলারতি হবে। সেই সময় ভগবান ও গুরুবর্গদের মাল্য চন্দন পড়ানো হবে। তারপর ক্ষীর, লাড্ডু সমস্ত কিছু দিয়ে ভোগ দেওয়া হবে যদিও সেদিন আমাদের উপবাস। কিন্তু ভগবানকে আমরা বিশেষ ভাবে ভোগ দেবো, ক্ষীর ভোগ,বাল্য ভোগ, রাবড়ি, মিশ্রি, মাখন দিয়ে ভোগ হবে। গোবিন্দকে জাগরনের পর আরতি হবে। সকালে মন্দির মার্জন করার আগের দিনও অনুষ্ঠান হবে। সকাল থেকে কীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যায় অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত কীর্ত্তন চলবে। মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি হবে। মন্দিরকে সুসজ্জিত করে সাজানো হবে। আলোকসজ্জা হবে। ফুল দিয়েও মন্দির সাজানো হবে। পাঠকীর্ত্তন চলবে, মহাপ্রভুর ওপর আলোচনা হবে। প্রচুর ভক্ত আসেন সেখানে। অভিষেকের পর ভক্তদের দর্শন করা হবে। সন্ধ্যায় ভোগারতির পর মন্দির পরিক্রমা, তুলসী পরিক্রমা হবে। তারপর সকল ভক্তকে প্রসাদ বিতরন করা হবে। সকলের মঙ্গল আমরা কামনা করি। হরেকৃষ্ণ, দিকে দিকে জয়ধ্বনি দিন জয় মহাপ্রভুর জয়।

SRI SRI GURU GAURANGA JAYATAH
SRI SRI NAROTTAM GAUDIYA MATH
Est. 1988 | Founder Acharya : H.D.G. Swami Bhakti Niloy Sajjan Goswami Maharaj
Recognised by : H.D.G Srila Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj
President Acharya : H.H. Swami Bhakti Niloy Janardan Goswami Maharaj
HARE KRISHNA WITH GREAT PLEASURE WE HEARTILY INVITE YOU WITH YOUR FAMILY AND FRIENDS TO THE MOST AUSPICIOUS OCCASION OF
SRI SRI RADHA GOVINDA DOL YATRA AND GOUR JAYANTI UTSAV
• 24 March 2024
- Parikrama 03:00 PM - 5:00 PM
• 25 March 2024
- Fasting for Gour Purnima (Sri Chaitanya Mahaprabhu Appearance Day)
- Sri Sri Radha Govinda Dol Yatra and Vasanta-Utsav
- Diksha Yajna-Utsav
• 26 March 2024
- Paran 09:43 AM
- 538 Gaurabda Anandautsav of Sri Jagannath Mishra
- Kirtan 09:00 AM to 12:00 PM
- Bhog Arti 12:00 PM
- Prasadam Distribution 02:00 PM to 04:00 PM
+919434195025 / +918207055389 / +917908946128
Deshbandhu Para, Near SMC Indore Stadium, Siliguri, W.B.
CONTRIBUTE FOR RAM
KIRTANIYAH SADA HARI
TEMPLE CONSTRUCTION
HARE KRISHNA
SSNGM
SRI SRI GURU GAURANGA JAYATAH
SRI SRI NAROTTAM GAUDIYA MATH
Mandir Nirman
Temple under construction contribute amount to complete the Temple faster and successfully
For Donation Contact Us :
+919434195025 / +917908946128
srisrinarottamgaudiyamath@gmail.com
Deshbandhu Para, Near SMC Indore Stadium
www.bit.ly/srisrinarottamgaudiyamath

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হলো রঙের উৎসব

ডাঃ জি বি দাস
(নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে বসন্ত উৎসব বা রংয়ের উৎসব হোলির শুভেচ্ছা। এটা আমাদের ঐতিহ্যের উৎসব। তাই এই উৎসবে মেতে ওঠা জরুরি। এনিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন ঐতিহ্যমন্ডিত উৎসবগুলোর মধ্যে একটি হলো রংয়ের উৎসব হোলি। আমাদের দেশে বহু ভাষা বহু জাতি বহু ধর্ম হলেও আমরা এক। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য।রংয়ের উৎসব হোলি কিন্তু সেরকম এক বার্তাও বহন করে আনে। রংয়ের উৎসব হোলি বলে, আমরা সকলে মানুষ । মানুষে মানুষে প্রেমই হলো বড় ব্যাপার।

এই উৎসবের প্রথম দিন আবীর খেলা হয়। গুরুজনদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করা হয়। এর মধ্যে যে বার্তা আমাদের মধ্যে আসে তা হলো, চিত্ত শুদ্ধি। আমাদের মনকে পবিত্র করা। আবীর বা রংয়ে অনেক গর্ভবর্তী মায়েরাও মেতে ওঠেন। তাদের প্রতিই বলবো, একটু সাবধানে হোলি খেলবেন।প্রথমত ভেষজ আবীর ব্যবহার করলে ভালো। ভেষজ আবীরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না ত্বকের ওপর। আজকাল অনেক কেমিক্যাল আবীর বেরিয়েছে। সেসব থেকে সাবধান। এইসময় আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। বিকালে সকালে শীত শীত ভাব রয়েছে। দুপুরে গরম রয়েছে। ফলে জ্বর হচ্ছে। সর্দি কাশিও হচ্ছে। তাই সাবধানে থাকুন। রং খেলার সময় হুড়োহুড়ি একদম নয়। খুবই সাবধানতা দরকার। যেসব মায়ের প্রসবের সময় খুব কাছে, তাদের এইসব হুড়োহুড়ির রং খেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভালো।

দোল, নববসন্তের আমন্ত্রণ লিপি

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

শীতের হাড়কাঁপুনি হাওয়ার পালা শেষ করে রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে আসে নববসন্তের আমন্ত্রণ লিপি। কোকিলের কুহুতান বরন করে নেয় ঋতুরাজ বসন্তকে। রংবেরঙের ডালি নিয়ে প্রকৃতি সেজে ওঠে এক বিচিত্র সাজে। পলাশ, শিমূল বনে তখন আনন্দের দোলা। আম্রমুকুলের মিষ্টি গন্ধ মনকে করে মাতাল।

প্রকৃতির রঙের মোহন পরশ বুলিয়ে দেয় মানুষের মনেও। সংসারের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ভুলে গিয়ে মানুষ আবীর ও রংয়ে নবসাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। দোলের রং ছড়াতে তাই আহ্বান জানায় একে অপরকে। শহরগুলোতে হোলির সপ্তাহখানেক আগে হোলির অস্থায়ী দোকানে ভর্তি হয়ে যায়। সাধারণত দুদিন ধরে হোলি হয়। একদিন হোলির আগুন জ্বালানো হয়, পরের দিন হয় রঙ খেলা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালতি আর পিচকারি নিয়ে একে অন্যের গায়ে রং ছিটিয়েদেয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের মতো কোনো কোনো জায়গায় সকাল থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দোল উৎসব এখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পালিত হয়। দোলযাত্রার দিন সকালে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে স্নান করিয়ে দোলায় চড়িয়ে রাধাকৃষ্ণের পায়ে আবীর দেওয়া হয়।

দোল উৎসবের মূল বার্তাই হলো,মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর মেলবন্ধন। রঙ খেলার এই উৎসবে সবার অংশগ্রহনে জাতীয় সংহতির পবিত্র সুরটি বেজে ওঠে ‘আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে ” রবীন্দ্রনাথের এই গানের মধ্যে দিয়ে।

‘দোলযাত্রা’র তাৎপর্য কী?

‘দোলযাত্রা’ শব্দটির তাৎপর্য কী? শীত চলে গেছে। মানুষ আবার কর্মচঞ্চল হয়েছে। মনেতে নানান চিন্তা আসছে, নানান রঙিন কল্পনা জাগছে--- এই করব, এই ভাবে করবো,এই ভাবে সেবা করবো, এই ভাবে সমাজটাকে সুসংবদ্ধ করবো ইত্যাদি নানান কিছু ভাবছে। আবার কৃষ্ণের কথা ভাবতে গিয়ে মনেতে একটা আনন্দও আসছে। সে ভাবনাটায় মনেতে দোলা লাগছে, মন আন্দোলিত হচ্ছে, মন দোদুল্যমান হচ্ছে, মন দুলছে। আর শুধু আমারই মন যে দুলছে তা তো নয়, আমার মনের দোলাতে আমি কৃষ্ণের মনকেও দুলিয়ে দিচ্ছি। “ হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে ভালবাসি,এটাই যথেষ্ট নয়, তুমিও আমায় ভালবাস এটাও আমি বুঝি” অর্থাৎ আমার মনের দোলা কৃষ্ণের মনকেও দুলিয়ে দিচ্ছে-- সেটাই হল শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। হোলিও নয়, ফগুয়াও নয় ,বসন্তোৎসবও নয়, শুধু শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। আমাদের আনন্দমার্গের চর্যাচর্যে এটাকে বসন্তোৎসব হিসেবেই পালন করা হয়।

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি

প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ

দোল খেলার সময় সাবধানে থাকুন, সংবর্ধিত ডাঃ বিনায়ক দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দোলযাত্রার প্রাক্কালে খবরের ঘন্টা সংবর্ধনা প্রদান করলো বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জি বি দাসের পুত্র চিকিৎসক ডাঃ বিনায়ক দাসকে। বিনায়ক দাসও একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। তরুন চিকিৎসকদের মধ্যে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে ডাঃ বিনায়ক দাসের । শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদনে তিনি নিয়মিত রোগী দেখেন। তাঁর মিষ্টি ব্যবহারে রোগীরা তার কাছে ধৈর্য্য ধরেও অপেক্ষা করেন। ডাঃ বিনায়ক দাসের বাবা ডাঃ জি বি দাসও সবসময় মিষ্টি ব্যবহার করেন রোগী সাধারণের সঙ্গে। খবরের ঘন্টা আগেই ডাঃ জি বি দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে। এবারে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো ডাঃ বিনায়ক দাসকে। আসন্ন দোলযাত্রাকে সামনে রেখে ডাঃ বিনায়ক দাস বলেন, “ হোলি হলো ফেস্টিভ্যাল অফ জয়, ফেস্টিভ্যাল অফ কালার। অবশ্যই আনন্দ করবেন হোলিতে। তবে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যে ধরনের রং আজকাল ব্যবহার হয় সেই সব রং থেকে সাবধান। আজকাল অনেক রং কিন্তু ত্বকের রোগ সৃষ্টি করে। অ্যালার্জি হতে পারে রং থেকে। স্নান করার সময় সাবধান। ঠান্ডা লাগানো যাবে না, জ্বর হতে পারে। ঝুঁকে ভারী কাজ করবেন না, ভারী কাজ করবেন না। একটু সাবধানে থাকতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ’

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সুজিত ঘোষ (বাপি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা অভিজিৎ দাসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি দক্ষিন শান্তিনগরে বাড়ি তরুন সমাজসেবী অভিজিৎ দাসের। বহু দিন ধরে শিলিগুড়িতে সমাজসেবার কাজ করছেন অভিজিৎ। বহু শিশুকে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করেছেন অভিজিৎ। তাছাড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা বহু শিশুকে দিনের পর দিন সেবা করেছেন অভিজিৎ। বহু মেয়েকেও পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন অভিজিৎ। এছাড়া আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের একজন সমাজসেবী হিসাবে বহু দিন ধরে ভালো কাজ করে যাচ্ছেন অভিজিৎ। অভিজিৎ একজন চিত্র শিল্পীও। শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে রয়েছে তাঁর সংস্থা শিলিগুড়ি ওয়ালপেপার হাউস। সেই ওয়ালপেপার হাউসের মাধ্যমে অভিজিৎ বিভিন্ন চিত্র শিল্প সংক্রান্ত কাজ করেন। খবরের ঘন্টার একজন শুভাকাঙ্খীও অভিজিৎ। সেই সব দিক বিচার করে খবরের ঘন্টা সংবর্ধনা প্রদান করেছে অভিজিৎকে। অভিজিৎ বলেন, তাঁর সেবামূলক কাজ অব্যাহত থাকবে। আনন্দমার্গের মাধ্যমে তরুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁরা ইতিবাচক ভাবনার কাজ চালিয়ে যাবেন অনবরত।

ব্যতিক্রমী নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একজন ব্যতিক্রমী নিউরোসার্জন হলেন ডাঃ মলয় চক্রবর্তী। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে মস্তিস্ক চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছেন ডাঃ মলয় চক্রবর্তী। বহু মানুষকে তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। ফলে দিকে দিকে নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তীর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। শিলিগুড়ি এস এফ রোডে তাঁর নার্সিংহোম রয়েছে। তবে সেই নার্সিং হোমের একটি অত্যাধুনিক শাখা খোলা হয়েছে ফুলবাড়ি ডাবগ্রাম সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান মোড়ের কাছে। ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান চিকিৎসক হওয়ার কারনে সম্প্রত খবরের ঘন্টার তরফে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে ডাঃ মলয় চক্রবর্তীকে।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

উত্তরপূর্ব ভারতের চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এই পৃথিবীতে প্রতিদিন বহু মানুষ জন্ম নিচ্ছে, আবার বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।কিন্তু বহু মানুষ এমন কাজ করে যাচ্ছেন যা পৃথিবীর বুকে ইতিহাস তৈরি করছে। অতীতে আমরা অনেক মনিষী বা মহাপুরুষকে দেখেছি যারা ইতিহাস রচনা করে আমাদের আলোর রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আজকের দিনেও এরকম কিছু কিছু ভালো মানুষ রয়েছেন যাদের প্রতিভা ও মেধা নতুন ইতিহাস রচনা করছে। এমনই একজন চিকিৎসক হলেন শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী। মস্তিস্ক চিকিৎসার জগতে তিনি উত্তরবঙ্গে একজন উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি শিলিগুড়ি আসার পর মস্তিস্ক চিকিৎসায় এমন সব অসামান্য কাজ করেছেন যাতে বহু মানুষ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আর এখনো তার সেই অসামান্য কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এবারে তিনি শিলিগুড়ির পাশে ফুলবাড়ির গায়ে ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যারাকের ঠিক সামনে খুলেছেন আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা কেন্দ্র। থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস। সেখানে এমন অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে যে জরুরি ভিত্তিতে লন্ডন, আমেরিকা থেকেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসে চিকিৎসা করতে পারবেন। এমনকি সেই চিকিৎসাকেন্দ্রের ছাদে তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে বা দূরবর্তী কোনো স্থানে জরুরি কোনো দুর্ঘটনায় কোন মুমুর্ষ রোগী থাকলে তাকে দ্রুত যাতে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে সেই চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায় তার পরিকাঠামো রয়েছে। ডাক্তার মলয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্ব ভারতের চিকিৎসা কেন্দ্রে এ এক নতুন ইতিহাস। এমনকি এত বড় চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরও প্রতিভাবান চিকিৎসক ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী গরিব সাধারণ মানুষের কথাও ভোলেননি। তিনি ভোলেননি সামাজিকতরা কথাও। ডাঃ মলয় চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, পুরোপুরিভাবে এই চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হয়ে গেলে মাঝেমধ্যেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির বসবে। আর পুরোপুরি এই চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন হওয়ার সময় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বহু চিকিৎসক শিলিগুড়ি আসতে চলেছেন। বলা যায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক এক নতুন বিপ্লব।

তরাই বি এড কলেজে দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত তরাই বি এড কলেজ সঠিকভাবে শিক্ষকশিক্ষিকা তৈরির সঙ্গে বাংলা বা ভারতীয় পরম্পরাগুলোকেও বজায় রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জে রয়েছে তরাই বি এড কলেজ। সেই স্থানটিকে বলে দুধাজোত। সেখানে তরাই বি এড কলেজের পাশাপাশি রয়েছে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউটও আর্থিকভাবে অনগ্রসর মেয়েদের জন্য এক দিশা তৈরি করছে। বেশ কিছু প্রতিভাবান মেয়ে কার্যত নিখরচায় সেখানে নার্সিং প্রশিক্ষন নিচ্ছে। তাদের বিশেষভাবে শেখানো হচ্ছে, নার্সিং বিদ্যা রপ্ত করার পর তারা যেন মানুষের সেবায় নিজেদের মন দিয়ে কাজে লাগাতে পারে। বহু মেয়ে সেখানে স্বনির্ভর হতে পারে। আবার তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অনেক অনগ্রসর এবং অনাথ ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করছে। স্থানীয় গ্রাম এলাকাতে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলও বেশ নজির তৈরি করেছে। শিক্ষা মানে শুধু ব্যবসা নয়, শিক্ষা মানে চেতনার বৃদ্ধি, শিক্ষা মানে সামাজিক দায়বদ্ধতা শেখানো, শিক্ষা মানে মনুষ্যত্বের জাগরন ঘটানো। শিক্ষা মানে দেশাত্মবোধ। সেই দিক বিবেচনা করে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট, তরাই কোচিং সেন্টার এক ব্যতিক্রমী উদাহরন তৈরি করেছে। এই সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্ণধার হলেন শিক্ষক পুস্পজিৎ সরকার। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে ন্যুনতম যতটুকু খরচ নেওয়া প্রয়োজন সেটা তারা নিচ্ছেন। আর দুঃস্থ অসহায়দের জন্য তাঁরা বিনামূল্যে শিক্ষা, থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত করছেন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এ এক নজিরবিহীন। কোনো শিক্ষানুরাগী মানুষ, মানবদরদী ও সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব যদি এই কর্মযজ্ঞে সামিল হতে চান, কেউ যদি সহযোগিতা করতে চান তবে যোগাযোগ করতে পারেন। অভুক্ত অসহায় অনাথ শিশুদের তাঁরা আশ্রয় দিয়ে খাওয়াদাওয়া প্রদানের সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছেন। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে সেখানে শিক্ষা প্রদান করা হয় স্কুল চত্বরে রয়েছে সবুজ পরিবেশ। কেউ যদি এই সব শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করতে চান তবে তা করতে পারেন। ফেসবুক, গুগুলে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বা তরাই বি এড কলেজের ওয়েবসাইট বা পেজ রয়েছে। সেখানে ই মেইল বা ফোন নম্বর ইত্যাদি রয়েছে। সেই ভাবে যোগাযোগ করতে পারেন। আসন্ন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুস্পজিৎবাবু বলেন, তাঁরা দোলযাত্রার অনুষ্ঠান পালন করবেন তাদের কলেজ ও স্কুলে। সেখানে ঐতিহ্য মেনে বুড়ির ঘর পোড়ানো থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। সেখানে তাঁরা সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে থাকেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত পুস্পজিৎবাবু তাঁর সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার কাজের মাধ্যমে শিক্ষানুরাগী বহু মানুষের কাছে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠছেন। বহু বাধার মধ্যেও তিনি তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ইতিবাচক ভাবনার মন নিয়ে।

সামাজিক কাজ করে চলেছেন কৈলাশ শর্মা, সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি সন্তোষী নগরে রয়েছেন সমাজসেবী কৈলাশ শর্মা। তিনি সালাসর দরবার ধাম, সালাসর সেবা আশ্রমের সভাপতি। শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের পাশে রয়েছে সন্তোষী নগর। সেখানে রয়েছে সালাসর সেবা আশ্রম। তাছাড়া ফাঁসিদেওয়া রাঙাপানি লাগোয়া কামারগছ গ্রামেও তাদের অনেক সামাজিক কাজ চলছে। গ্রামের গরিব মানুষদের স্বনির্ভরতা থেকে শুরু করে সেখানে গণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় প্রায়ই। তার সঙ্গে হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বস্ত্র বিতরনতো আছেই। মাঝেমাধ্যে সেখানে খাদ্য বিতরনও হয়। লায়ন্স ক্লাব থেকেও সেখানে গিয়ে নানান সামাজিক কাজ করা হয়। কৈলাশবাবুর নেতৃত্বে বিরাট টিম সামাজিক ও মানবিক কাজে লিপ্ত রয়েছে সারা বছর ধরে। সেই দিকে তাকিয়ে খবরের ঘন্টা সম্প্রতি কৈলাশ শর্মাকে সংবর্ধনা প্রদান করলো। এবারে আশ্রমের প্রধান গুরুজি ছিন্তরমল শর্মা প্রয়াত হয়েছেন।ফলে দোলযাত্রার অনুষ্ঠানে কৈলাশবাবুরা এবারে অংশ নিতে পারছেন না। কিন্তু তাদের সামাজিক কাজ থেকে থাকছে না।

কৈলাশবাবু ভক্তিমূলক সঙ্গীতও পরিবেশন করেন। কৈলাশবাবুর হাতে খবরের ঘন্টার সম্মাননা প্রদান করেন সম্পাদক বাপি ঘোষ। কৈলাশবাবু বলেন, ‘‘আমাদের রাঙাপানি আশ্রমে ৬০ বিঘা জমির ওপর কুড়ি হাজারের ওপর গাছ লাগিয়েছে। পুরো এলাকা আমরা সবুজ করেছি। করে যাচ্ছি। বারবার বলছি গাছ লাগাও, প্রান বাঁচাও। গাছ না লাগালে আমাদের বিপদ আসছে।আমরা হনুমানজীর ভক্তি। তাঁর ভাবনাতে ভক্তি নিয়ে নিরাসক্তভাবে আমরা কাজ করছি। আমাদের আশ্রমে রাঙাপানি কামারগছে প্রতিমাসেই কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। রক্ত দান শিবির হচ্ছে। হাজার খানেক মানুষের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন হয়েছে।দুহাজারের ওপর মানুষকে বিনামূল্যে চশমা দিয়েছি। টেইলারিং এর প্রশিক্ষন দিচ্ছে। বৃদ্ধাদের সারা বছর ধরে আমরা শাড়ি দিই। কিছুদিন আগেই গণ বিবাহ হলো। কারও সঙ্গে আমরা বিরোধ চাই না। সবার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের অবস্থান প্রত্যক্ষ করি। কারও সঙ্গে আমরা শত্রুতা চাই না। সবাই মিলেমিশে সম্প্রীতি বজায় রাখুক এটাই আমরা চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ’’

ভূস্বর্গ কাশ্মীর ঘুরে এলাম, জন্মজন্মান্তেরও ভুলবো না

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

দোল যাত্রার এই শুভ মুহুর্তে আমি একটু জম্মু কাশ্মীরের ভ্রমন অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো। শৈশব থেকেই শুনে এসেছি যে জম্মু কাশ্মীর হলো ভূস্বর্গ। শুনেছি জয়মাতাদি বা বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের কথা।পাহাড়ের ওপর নাকি হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। নানান গল্প শুনলেও কখনও যাওয়া সম্ভব হয়নি। ইচ্ছে ছিলো। জয়মাতাদির কথা শুনেছি মা নাকি জাগ্রত। মা শেরওয়ালি। মায়ের অনেক গানও শুনেছি। কিন্তু এবারে সেই সুযোগ চলে আসে। জম্মু কাশ্মীর ভ্রমনে একটা টিম মানে একসঙ্গে কয়েকজন ভ্রমনে না বের হলে মজা নাকি ঠিক হয়নি। অতি সম্প্রতি সেই কর্মসূচি আমরা গ্রহন করি। আমি , আমার ছেলে কুনাল পাল ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে সেই ভ্রমনে বের হই। আমাদের জম্মু কাশ্মীর যাওয়ার কথা শুনে আমার শ্যালিকা সবিতা সাহা এবং ভায়েরা ভাই সুব্রত সাহাও আগ্রহ প্রকাশ করে যাওয়ার জন্য। তাঁরাও আমাদের ভ্রমন-সঙ্গী হয়। আমার কন্যা ট্রাভেলারের মাধ্যমে একটা প্যাকেজ ট্যুরের বন্দোবস্ত করে দেয়। আমরা শিলিগুড়ি থেকে ১৯ জন রওনা দিই দল বেঁধে। এন জে পি থেকে জম্মুর কাটরা স্টেশনপর্যন্ত ট্রেনে আমরা চেপে বসি। সেই ট্রেনটি হলো কামাখ্য কাটরা ট্রেন। এন জে পি থেকে ট্রেন ছাড়ে রাত আটটা ত্রিশ মিনিটে। কাটরা হলো জম্মুতে। জম্মু ছাড়িয়ে কাটরা স্টেশন। ২৭ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ আমরা কাটরা স্টেশনে পৌঁছাই। জম্মু থেকে কাটরা পর্যন্ত যখন ট্রেনে যাই তা সত্যি অবর্ণনীয়। দার্জিলিং সিকিম পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি বহু বার। কিন্তু জম্মু থেকে পাহাড়ি পথে ট্রেন যখন কাটরা যাচ্ছিল কি সুন্দর লাগছিলো সেই পাহাড়। এখানকার পাহাড় আর সেখানকার পাহাড় অনেক ফারাক। সবটাই হিমালয় হলেও সেখানকার হিমালয় প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

আমরা কাশ্মীর যাবো বলে বি এস এন এলের নম্বর শিলিগুড়ি থেকেই আমি পোস্ট করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাটরা নামার পর দেখলাম বেশ শৃঙ্খলা সেখানে। লাগেজ আমাদের চেকিং হলো পুরোদমে। ট্রেন থেকে নামার কিছু পরেই হোটেল থেকে গাড়ি চলে এলো স্টেশনের কাছে। আমরা হোটেলে গেলাম। সেই হোটেলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আমরা স্থির করলাম, বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যাবো। কিন্তু বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যাওয়ার আগে অনেক নিয়মশৃঙ্খলার বিষয় আছে। প্রচুর পর্যটক আসছে সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। পর্যটনের ওপরই চলছে সেখানকার অর্থনীতি। ফলে সেখানে প্রশাসনও পুরো ব্যবস্থাকে সুন্দর করেছে যাতে পর্যটকরা হয়রানির শিকার না হয়।

রাত এগারটা পর্যন্ত বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যাওয়ার কার্ড প্রদান করা হয়। সকলকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয় যাতে সব পর্যটকের তথ্য তাদের কাছে থাকে। সেই কার্ড সব তীর্থযাত্রীর গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়। আমাদের আধার কার্ডের সব তথ্য ওরা নিয়ে নিলো। আমরা সন্ধ্যের মধ্যেই সবাই কার্ড সংগ্রহ করে আবার হোটেলে ফিরলাম।

হোটেলে ফিরে আমরা রাতের খাবার সেরে নিলাম। তারপর স্নান সেরে ফ্রেস হয়ে নিলাম। হোটেল থেকে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম অটোতে করে। অটোতে চেপে পৌঁছলাম বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের গেট পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের কিছু সঙ্গী ঘোড়াতে, কয়েকজন ডোলিতে রওনা দিলেন বৈষ্ণোদেবীর

মন্দিরের উদ্দেশ্যে। আর আমরা কয়েকজন পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে দেখলাম, সর্বত্র শৃঙ্খলা। গেটে আবারও সবার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে নেওয়া হলো। যে কার্ড আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেই কার্ডে চিপ লাগানো থাকে। কোনো তীর্থ যাত্রী হারিয়ে গেলে বা না ফিরলে তখন ওরা খোঁজখবর করে সেই তীর্থযাত্রী বা পর্যটকের সম্পর্কে। কার্ডে লাগানো চিপ তখন সাহায্য করে সেই পর্যটককে খুঁজে বের করতে। যাই হোক, রাত এগারটা থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হলো। পাহাড়ি রাস্তা। রাস্তায় রাস্তায় বিশ্রামস্থল,

শেড দেওয়া আছে। যে কেউ রাস্তায় জিরিয়ে নিতে পারেন। আলোর সুবন্দোবস্তও আছে। মনটা ভরে যাচ্ছিল আনন্দ। মা মাতদির মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। চড়াই উৎরাই থাকলেও পাহাড়ি রাস্তায় কোনো ক্লান্তি আসছিলো না। একটা বাড়তি উদ্দীপনা পাচ্ছিলাম। আর একটি কথা উল্লেখ করছি, যারা ঘোড়ায় চেপে রওনা দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে বিশেষ দায়িত্ব নিচ্ছে জম্মু কাশ্মীর সরকার। এটা পর্যটকদের নিরাপত্তার কারনেই। ঘোড়ায় চাপার আগেও নিয়ম আছে কিছু। যারা ঘোড়ায় চাপিয়ে পর্যটকদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পরিচয় পত্র রয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার আগে তার যা ভাড়া একটা কাউন্টারে আগে জমা দিতে হবেন। যিনি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আপনাকে টাকা দিতে হবে না। যিনি ঘোড়ায়

চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া আছে। তাদেরকে বলা আছে, কোনো তীর্থ যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। যা শিক্ষনীয়।

আমরা সারা রাত ধরে হেঁটে ১৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ভোর পাঁচটা নাগাদ পৌঁছালাম বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে। আমরা পৌঁছালাম , আমাদের বাকিরাও সকলে পৌঁছালেন। মন্দিরের সামনে সকলে জমায়েত হলাম। সব মায়ের ইচ্ছায় কাজ হচ্ছিলো। কোনো ক্লান্তি ছিলো না আমাদের। রাস্তায় আসার পথে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিলো। কোনো বন্য জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই। রাস্তাতে চা বা ফুড স্টল ছিলো। মন্দিরে প্রবেশের আগে সবার জুতো এক জায়গায় রেখে দিতে হয় , লকার রয়েছে। কোনো চামড়ার জিনিস নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না ।সেখানে একটি রেস্ট হাউস রয়েছে। মূল মন্দিরে প্রবেশের আগে বিরাট লাইন। সব তীর্থযাত্রী। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সেখানে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী। অনেক স্বেচ্ছাসেবক। ভোর সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। আবার সকাল আটটার পর মন্দিরের গেট খোলা হয়। আমরা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে মা এর গান করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করলাম ভোর ছটার মধ্যেই। সেখানে চলছিলো ভজন কীর্তন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে আমরা মা এর দর্শন করলাম। আরতি হোল। গুম্ফার মধ্যে ফটো দিয়ে মূর্তি রয়েছে। পাথরের মূর্তি রয়েছে। সেই দিনটি নাকি ভালো দিন ছিলো যেদিন আমরা গিয়েছিলাম। মা এর দর্শন সেরে আমরা ফিরে এলাম গেটে। ইচ্ছে ছিলো ভৈরোদেবীর মন্দিরে। কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হলো না। আমরা বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের সামনে থেকে ব্যাটারি গাড়িতে চেপে বসলাম। অর্ধেক রাস্তা আসার পর সেই ব্যাটারি গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিলো। তারপর আমরা হেঁটে হেঁটে হোটেলে পৌঁছলাম বিকেল চারটেয়।

হোটেলে খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলাম। সেদিন রাতে হোটেই থাকলাম। ২৯ ফেব্রুয়ারি আমরা স্থির করলাম পহেলগাঁও যাবো। আমাদের টিম দুভাগ হয়ে গেলো। একটা টিম চলে গেলো পাঞ্জাবে। আমরা বিশেষ গাড়িতে পাহাড়ি রাস্তা উপভোগ করতে করতে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা মোট এখন দশ জন। দু পাশে অনেক আপেল বাগান। এই সময় আপেল নেই বাগানে। কিন্তু দেখা গেলো বাগানগুলো। যেমন আমরা আমাদের এলাকাতে চা বাগান দেখতে পাই। তবে এই সময় আপেল বাগানের

পাতা ঝরেছে। এখন আপেলের সিজন নেই। ফোর লেনের রাস্তা পাহাড়ের মধ্যে। অনেক চওড়া রাস্তা। বড় বড় গাড়ি চলে সেই রাস্তায়। রাস্তায় কিছু কিছু স্থানে বরফ পড়ার ছবি দেখলাম। রাতে পৌঁছালাম পহেলগাঁও। খুব সুন্দর হোটেল। রাতে হোটেলে থাকলাম। সকালে পহেলগাঁও বাজারে গেলাম আমরা। ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে তুষারপাত হয়েছে সেখানে। সেই পহেলগাঁও বাজার থেকে ঘোড়ায় চেপে আমরা মিনি স্যুইজারল্যান্ড পৌঁছলাম। দুদিকে বরফ,বরফের মাঝখান দিয়েঘোড়া আমাদের নিয়েগেলো মিনি স্যুইজারল্যান্ড। যেতে এক ঘন্টা ফিরতে এক ঘন্টা। একটা পাকা মাঠ দেখলাম শুধু বরফ আর বরফ। যাকে বলে বরফের মাঠ। পার্কের মতো । তা দেখে পাগল হয়ে গেলাম।টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হয়। সেখানে ছবি তুললাম সবাই মিলে। ঘোড়ার চালক আমাদের ত্রিশ মিনিট সময় দিলেন। আমরা বলে কয়ে আরও অতিরিক্ত মিনিট সময় নিলাম। সেখানে একটু আনন্দ করে আমরা আবার স্ট্যান্ডে ফিরে এলাম। সেখান থেকে আমরা গেলাম শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে আরুভেলি, বেতাভেলিতে গেলাম। পহেলগাঁও থেকেই। সেই আরুভেলি, বেতাভেলি মানে বরফে বরফ। যেন এক স্বর্গ। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য। জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো। চোখ জুড়িয়ে যায়। সেখানে তুষারপাতও দেখলাম। বেতাববেলিও দারুন। সেখানে বেতাব সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল। তবে সেই এলাকাতে ঘোড়ায় চাপার আগে একটু বার্গেনিং করতে হয়। ঘোড়ায় চড়ার জন্য অতিরিক্ত পয়সা চাওয়া হয়। দরাদরি করলে একটু কমে। সেখানে ঘোরাঘুরি করে আমরা ফিরে গেলাম শ্রীনগরে। সেখানে রাতের বেলায় তুষারপাত দেখলাম। দারুন তা উপভোগ করলাম। এরপরদিন সেখান থেকে আমরা গেলাম গুলমার্ক। সেখানে গিয়ে আরও পাগল হয়ে গেলাম। দেখবার মতো, কাশ্মীর যেন সত্যিই স্বর্গ। স্থানীয় গাড়ি ভাড়া নিতে হয়। সব গাড়ির পিছনে চেইন লাগানো হয়। যাতে বরফে স্কিড না করে চাকা। বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি গেলো।সেখানে আমরা বরফের ওপর আমরা একটি শিব মন্দিরে গেলাম। ১১৫ বছরের পুরনো শিবমন্দির। শিব মূর্তি দর্শন করলাম সেখানে রাজেশ খান্নার জয় জয় শিবশঙ্কর সিনেমার একটি গানের

শ্যুটিং হয়। সেখান থেকে ফিরে শ্রীনগর শহর ঘুরলাম। শপিং করলাম। শ্রীনগরে এক ডিগ্রী তাপমাত্রা, গুলমার্কে মাইনাস ওয়ান। আর তখন বরফ দেখতে ভালো লাগছিল না। একটু ঠান্ডা লাগলো। এরপর সড়ক যোগে আমরা চলে গেলাম পঞ্জাবের অমৃত সর। ১৭ ঘন্টা সময় লাগলো। অমৃত সরে স্বর্ণ মন্দির, জালিয়ানাওয়ালাবাগ, বাগা সীমান্ত দেখলাম। বেশ উপভোগ করলাম। এরপর অমৃত সর থেকে ট্রেনে দিল্লি।দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা. ৮ মার্চ ফিরে এলাম।

এই ভ্রমন সত্যিই ভোলার নয়। সবশেষে বলবো, কাশ্মীর সত্যিই স্বর্গ। প্রকৃতির কি সৌন্দর্য। এই ভারতে কি নেই। পাহাড় সমুদ্র মিলিয়ে ভারতের সৌন্দর্যই আলাদা। দার্জিলিং সিকিমের সৌন্দর্য একরকম, কাশ্মীরের সৌন্দর্যই আরেকরকম। কাশ্মীরকে জান্নাত বলা হয়।কেন বলা হয় জান্নাত বা স্বর্গ না দেখলে বোঝা যাবে না।

পর্যটকদের জন্য কাশ্মীরের মানুষ যেভাবে সেবা দিচ্ছে পর্যটকদের জন্য তা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। এখন সেখানে অশান্তি নেই। প্রচুর পর্যটক সেখানে যাচ্ছে। পর্যটকদের ওপরই চলে সেখানে অনেকের সংসার। সেখানে এমন অনেক বাড়ি আছে যেসব বাড়ির একতলা বরফে ঢাকা থাকে, দোতলায় তখন ওরা বসবাস করেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয় পীর মহল রয়েছে শ্রীনগরে। সেখানে রয়েছে একটি প্রকৃতির ঝর্ণা ধারা।একটি পার্ক। গভর্নর হাউসের কাছে। শোনা যায় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নাকি সেই জল পান করেছিলেন। অজানা গভীর কোনো স্থান থেকে জল পড়ছে সবসময়।শঙ্করাচার্যের মন্দির সেখানে আছে। ৩৫২টি সিঁড়ি পেরিয়ে সেই মন্দিরে যেতে হয়। তারপর ডাল লেকতো আছেই। মীনা বাজারের কথাও উল্লেখ করার মতো। হস্ত শিল্পও রয়েছে শিকারাতে অনেক। চা এর মতো কেশর টি রয়েছে। ডাল লেকে ঘোরার অনুভূতিও আলাদা। সব দোকান সেখানে জলের ওপর। ডাল লেকে। ডাল লেকের পিছনে পাহাড়ি সৌন্দর্য, বরফ আর বরফ। বলার ভাষা নেই।